সানুবাদ

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক।

শ্রীমহেশচন্দ্র শীল দ্বারা প্রকাশিত।

"माहात्म्यं भगवत्यास्तु पुराणादिषु कीर्त्तितं ।
पठेद्वा शृणुयाद्वापि सर्वकामनसिद्धये ॥"

सम्वत्सरप्रदीपः।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ১১৫ নং জেনারল প্রিণ্টিং প্রেসে
শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

ভূমিকা।

অধুনা আমাদের দেশে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে। প্রাচীন গ্রন্থসকল পুনরুদ্ধার হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের পুরাণসংগ্রহ নামক অনুবাদিত মহাভারত প্রচার হওয়া অবধি লোকের যে কি পর্য্যন্ত উৎসাহ উহাতে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। দেখাদেখি আমারও ঐরূপ অনুবাদবাসনা বলবতী হওয়াতে এই তত্ত্বরস পরিপূর্ণ মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সুবিখ্যাত দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী অনুবাদ করিলাম। ভাবার্থের কিছুমাত্র ব্যত্যয় না ঘটে, এবম্প্রকারে এই অনুবাদ সুললিত ও সুশ্রাব্য করিবার নিমিত্ত ভাষান্তরকালে যেরূপ অলঙ্কারবিশিষ্ট হওয়া উচিত, তাহার নিমিত্ত বিশেষ আয়াস লইয়াছি। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থে মূলও স্বতন্ত্র সন্নিবেশিত করিলাম। এখন অভিপ্রায়, যদি ইহাতে পাঠকগণের কিছুমাত্র উপকার বা সন্তোষ জন্মে, তবেই পরিশ্রম যত্ন ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

উপসংহার কালে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস বসু ও অপর দুই এক সুবিখ্যাত কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণের উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া এবং শ্রীমদ্ভাগবত-অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যথেষ্ট আনুকূল্যে ইহা প্রকাশ করিলাম।

অপিচ, গবর্ণমেন্ট আর্ট্ ইস্কুলের ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত হালদার আমার সহিত সখ্যতানিবন্ধন "দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী" বলিয়া যে অলঙ্কারযুক্ত বর্ণ গুলিন বিনা ব্যয়ে নূতন প্রকারে প্রস্তুত করিয়া দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট অত্যন্ত বাধিত হইলাম ইতি।

কলিকাতা।	অনুবাদক।
১৫ই ভাদ্র ১২৮১ সাল।	শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

উপহার।

বিবিধগুণমণ্ডিত স্বদেশহিতৈষী বিদ্যানুরাগী ধার্ম্মিক প্রবর
শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা রমানাথ ঠাকুর*
সি, এস্, আই,
পূজ্যপাদ দাদা মহাশয় মৎপ্রতিপালকেষু।

স্বভাবতঃ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত কৃতাঞ্জলি-পুটে পদাবনতমস্তকে আমার এই অনুবাদিত গ্রন্থখানি মহাশয়ের সুদীর্ঘপরমায়ুরেখাঙ্কিত শ্রীকরে অর্পণ করিলাম।

নিতান্ত আশীর্ব্বাদাপেক্ষী সেবক
শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

-00-

* ৺প্রাপ্ত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ১।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ। নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম॥ ১॥ মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ। স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ॥ ২॥ স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ। সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে॥ ৩॥ তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্। বভূবুঃ শাত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা॥ ৪॥ তস্য তৈরভবদ্যুদ্ধমতি-প্রবলদণ্ডিনঃ। ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভি-র্জিতঃ॥ ৫॥ ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ। আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ॥ ৬॥ অমাত্যৈ-র্বলিভির্দুষ্টৈ দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ। কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ॥ ৭॥ ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃত-স্বাম্যঃ স ভূপতিঃ। একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং॥ ৮॥ স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতং॥ ৯॥ তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ। ইতশ্চেতশ্চ বিচরং-স্তস্মিন্মুনিবরাশ্রমে॥ ১০॥ সোঽয়চিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বা-কৃষ্টচেতনঃ। মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ॥ ১১॥ মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্দ্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা।

ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ ॥ ১২ ॥ মম বৈরি-বশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে। যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ ॥ ১৩ ॥ অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাং। অসম্যগ্ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ং ॥ ১৪ ॥ সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥ এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ১৫ ॥ তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ। স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ ॥ ১৬ ॥ সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে। ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতং। প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপং ॥ ১৭ ॥ বৈশ্য উবাচ ॥ সমাধির্নামবৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে। পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ১৮ ॥ বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনং। বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥ ১৯ ॥ সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাং। প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥ ২০ ॥ কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতং। কথন্তে কিন্নু সদ্বৃত্তা দুর্ব্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ ॥ ২১ ॥ রাজোবাচ ॥ যৈর্নিরস্তোভবান্ লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ। তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসং ॥ ২২ ॥ বৈশ্য উবাচ ॥ এবমেতদ্ যথাপ্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ। কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥ ২৩ ॥ যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ। পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দিতেষ্বেব মে মনঃ ॥ ২৪ ॥

কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে। যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥ ২৫॥ তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসাদ্দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে। করোমি কিং যন্নমনস্তেষপ্রীতিষু নিষ্ঠুরং ॥ ২৬॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ। সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥ ২৭॥ কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হন্তেন সম্বিদং। উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ ॥২৮॥ ॥ রাজোবাচ ॥ ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ। দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥ ২৯॥ মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি। জানতোঽপি যথাজ্ঞাস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥ ৩০॥ অয়ঞ্চনিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈ ভৃতৈস্তথোজ্ঝিতঃ। স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি ॥ ৩১॥ এবমেষ তথাঽহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ। দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥ ৩২॥ তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহোজ্ঞানিনোরপি। মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥ ৩৩॥ ঋষিরুবাচ॥ জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে। বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৪॥ দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৫॥ জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলং। যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ ৩৬॥ জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাং। মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ॥৩৭॥ জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পত-

গাঙ্গাবচঞ্চুষু॥ কণমোক্ষাদৃতাস্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥৩৮॥ মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্‌প্রতি। লোভাৎপ্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥৩৯॥ তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ। মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৪০ ॥ তন্মাত্রবিস্ময়ঃ কার্য্যোঃ যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥৪১॥ জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৪২ ॥ তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং। সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৪৩ ॥ সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৪৪ ॥ রাজোবাচ॥ ভগবন্‌ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্‌। ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥ ৪৫ ॥ যৎস্বভাবাচ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা। তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাম্বর ॥ ৪৬ ॥ ঋষিরুবাচ॥ নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্‌। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥ ৪৭ ॥ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥৫৮॥ যোগনিদ্রাং যদাবিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে। আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্‌ প্রভুঃ ॥ ৪৯ ॥ তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ। বিষ্ণুকর্ণমূলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥ ৫০ ॥ স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজা-

পতিঃ। দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনং ॥ ৫১ ॥ তুষ্টাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ। বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াং ॥ ৫২ ॥ বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীং। নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃপ্রভুঃ ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বংহি বষট্কারস্বরাত্মিকা। সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ৫৪ ॥ অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ। ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ॥ ৫৫ ॥ ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তেচ সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥ বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে। তথা সংহৃতিরূপাঽন্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥ ৫৭ ॥ মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ। মহামোহাচ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ ৫৮ ॥ প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী। কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চদারুণা ॥ ৫৯ ॥ ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা। লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেবচ ॥ ৬০ ॥ খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা। শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুষণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥ ৬১ ॥ সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী। পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৬২ ॥ যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥ ৬৩ ॥ যয়া ত্বয়া জগৎ স্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ। সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ

কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥ বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥ সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা। মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৬৬ ॥ প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু। বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৬৭ ॥ ঋষিরুবাচ। এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা। বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ ॥ ৬৮ ॥ নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্য স্তথোরসঃ। নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৬৯ ॥ উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ। একার্ণবে হি শয়নাৎ ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥ ৭০ ॥ মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ। ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ ॥ ৭১ ॥ সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ॥ ৭২ ॥ তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ। উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবং ॥ ৭৩ ॥ ভগবানুবাচ। ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি। কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥ ৭৪ ॥ ঋষিরুবাচ। বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ। বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ। আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী-সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ৭৫ ॥ ঋষিরুবাচ। তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা। কৃত্বা চক্রেণ বৈচ্ছিন্নে জঘনে

শিরসী তয়োঃ ॥ ৭৬ ॥ এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ং। প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥ ৭৭ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধোনাম
প্রথমোধ্যায়ঃ।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ। দেবাসুরমভূদযুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা। মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ ১ ॥ তত্রা-সুরৈর্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতং। জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ২ ॥ ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিং। পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়-ধ্বজৌ ॥ ৩ ॥ যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতং। ত্রিদশাঃ কথয়ামাসু র্দেবাভিভববিস্তরং ॥ ৪ ॥ সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্য-নিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ। অন্যেষাং চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥ স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেব-গণা ভুবি। বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥ ৬ ॥ এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারিবিচেষ্টিতং। শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাং ॥ ৭ ॥ ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংশি মধুসূদনঃ। চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটী কুটিলা-ননৌ ॥ ৮ ॥ ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।

নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ৯ ॥ অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ। নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥ ১০ ॥ অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতং। দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥ ১১ ॥ অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজং। একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ ১২ ॥ যদভূচ্ছম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখং। যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥ ১৩ ॥ সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ। বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা। বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥ ১৫ ॥ তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা। নয়নত্রিতয়ং যজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥ ১৬ ॥ ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ। অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥ ১৭ ॥ ততঃ সমস্তদেবানাং তোজোরাশিসমুদ্ভবাং। তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ ॥ ১৮ ॥ শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্। চক্রঞ্চ দত্তবানকৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ ॥ ১৯ ॥ শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ। মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী ॥ ২৯ ॥ বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ। দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ ॥ ২১ ॥ কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ। প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কম-

শুভ্রং ॥ ২২ ॥ সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্দিবাকরঃ। কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলং ॥ ২৩। ক্ষীরোদশ্চামলংহারমজরেচ তথাম্বরে। চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥ ২৪ ॥ অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু। নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্গ্রৈবেয়কমনুত্তমং ॥ ২৫ ॥ অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ। বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতি নির্ম্মলং ॥ ২৬ ॥ অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনং। অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাং ॥ ২৭ ॥ অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনং। হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২৮ ॥ দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ। শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতং ॥ ২৯ ॥ নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাং। অন্যৈরপি সুরৈর্দ্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা ॥ ৩০ ॥ সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্ম্মুহুঃ। তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ ॥ ৩১ ॥ অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ। চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চ কম্পিরে ॥ ৩২ ॥ চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ। জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীং ॥৩৩ ॥ তুষ্টুবুর্ম্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ। দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ। আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ ॥ ৩৫ ॥ অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈ রসুরৈর্ব্বৃতঃ।

স দদর্শ ততোদেবীং ব্যাপ্ত লোকত্রয়াং ত্বিষা ॥ ৩৬॥ পাদা-ক্রান্ত্যা নতভুবং কিরিটোল্লিখিতাম্বরাং। ক্ষোভিতাঽশেষ পাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাং॥ ৩৭ ॥ দিশোভুজসহস্রেণ সমন্তাৎ ব্যাপ্যসংস্থিতাং। ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাং ॥ ৩৮ ॥ শাস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বহুধামুক্তৈরাদীপিত-দিগন্তরং। মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ ॥ ৩৯ ॥ যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গ বলান্বিতঃ। রথা-নামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ ॥ ৪০ ॥ অযুধ্য-তাঽযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ। পঞ্চাশদ্ভিশ্চনিযুতৈ-রসিলোমা মহাসুরঃ ॥ ৪১ ॥ অযুতানাং শতৈঃষড়্ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে। গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪২ ॥ বৃতোরথানাং কোট্যাচ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত। বিড়ালাখ্যোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাঽ-যুতৈঃ॥ ৪৩ ॥ যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ। অন্যে চ তত্রাঽযুতশো রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥ যুযুধঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ। কোটিকোটিসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা॥ ৪৫ ॥ হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রা-ভূন্মহিষাসুরঃ। তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্ম্মুষলৈ স্তথা॥ ৪৬॥ যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ। কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃশক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাঽপরে ॥ ৪৭ ॥ দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ। সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা ॥ ৪৮ ॥ লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী। অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুর-

র্বিভিঃ ॥ ৪৯ ॥ মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রান্যস্ত্রাণি চেশ্বরী। সোঽপি ক্রুদ্ধো ধুতশঠো দেব্যা বাহন কেশরী ॥ ৫০ ॥ চচারাসুরসৈন্যেষু বনেম্বিব হুতাশনঃ। নিশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুদ্ধমানা রণেঽম্বিকা ॥ ৫১ ॥ তএব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ। যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ ॥ ৫২ ॥ নাশয়ন্তো সুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ। অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাঃ স্তথাপরে ॥ ৫৩ ॥ মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে। ততোদেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ ॥ ৫৪ ॥ খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্। পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্ ॥ ৫৫ ॥ অসুরান্ ভুবিপাশেন বদ্ধাচান্যানকর্ষয়ৎ। কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাপরে ॥ ৫৬ ॥ বিপ্রোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে। বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুষলেন ভৃশংহতাঃ ॥ ৫৭ ॥ কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি। নিরন্তরাঃ শরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে ॥৫৮॥ সেনানুকারিণঃ প্রাণান্মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ। কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে ॥ ৫৯ ॥ শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ। বিছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ ॥ ৬০ ॥ একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ। ছিন্নেপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৬১ ॥ কবন্ধা যুযুধুর্দ্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ। ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যময়াশ্রিতাঃ ॥ ৬২ ॥ কবন্ধা-

ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ। তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যেমহাসুরাঃ ॥ ৬৩ ॥ পাতিতৈরথ নাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা। অগম্যা সা ভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ ॥৬৪॥ শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র প্রসুস্রুবুঃ। মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাং ॥ ৬৫ ॥ ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা। নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ং ॥ ৬৬ ॥ স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধুতকেশরঃ। শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥ ৬৭ ॥ দেব্যাগণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ। যথৈষাং তুষ্টুবুর্দ্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টির্মুচো দিবি ॥ ৬৮ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরসৈন্য বধো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায় ॥২॥

ঋষিরুবাচ।

নিহন্যমানং তৎসৈন্যমবলোক্য মহাঽসুরঃ। সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাৎ যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাং ॥ ১ ॥ স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ। যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥ ২ ॥ তস্য ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্। জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারং চৈব বাজিনাং ॥ ৩ ॥ চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতং। বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥ ৪ ॥ স ছিন্নধন্বা

বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ। অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ ॥ ৫ ॥ সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি। আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥ ৬ ॥ তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন। ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদারুণলোচনঃ ॥ ৭ ॥ চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ। জাজ্বল্যমানং তেজোভীরবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা তদা পতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত। তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং সচ মহাসুরঃ ॥৯॥ হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্য চমূপতৌ। আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ ॥ ১০ ॥ সোপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতং। হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাং ॥ ১১ ॥ ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ। চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥ ১২ ॥ ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ। বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥ ১৩ ॥ যুদ্ধমানৌ ততস্তৌতু তস্মান্নাগান্মহীংগতৌ। যুযুধাতেঽতি সংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥ ১৪ ॥ ততোবেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা। করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্‌কৃতং ॥ ১৫ ॥ উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ। দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈবকরালশ্চ নিপাতিতঃ ॥ ১৬ ॥ দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্যতং। বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকং ॥ ১৭ ॥ উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুং। ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১৮ ॥

বিড়ালস্যাসিনা [illegible]াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ। দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ং ॥ ১০ ॥ এবং সং-ক্ষীয়মাণে তু সসৈন্যে মহিষাসুরঃ। মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্ ॥ ২০ ॥ কাংশ্চিতুণ্ডপ্রহারেণ ক্ষুরক্ষেপৈ স্তথাপরান্। লাঙ্গূলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গা-ভ্যাঞ্চ বিদারিতান্ ॥ ২১ ॥ বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ। নিশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥২২॥ নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ। সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোঽম্বিকা ॥ ২৩ ॥ সোঽপি কোপন্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্নমহীতলঃ। শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাং-শ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ২৪ ॥ বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত। লাঙ্গূলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥২৫॥ ধূতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ। শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ ॥ ২৬ ॥ ইতি ক্রোধসমাধ্মাত-মাপতন্ত মহাসুরং। দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাঽকরোৎ ॥ ২৭ ॥ সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরং। তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপবদ্ধো মহামৃধে ॥ ২৮ ॥ ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকাশিরঃ। ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥ ২৯ ॥ তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ শায়কৈঃ। তং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ ॥৩০॥ করেণ চ মহাসিংহং তঞ্চকর্ষ জগর্দ্ধচ। কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥ ৩১ ॥ ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ। তথৈব ক্ষোভয়ামাস

ত্রৈলোক্যং স চরাচরং ॥৩২॥ ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমং। পপৌ পুনঃপুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥৩৩॥ ননর্দ্দচাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্য মদোদ্ধতঃ। বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্‌ ॥ ৩৪ ॥ সা চ তান্‌ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ। উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরং ॥ ৩৫ ॥ দেব্যুবাচ। গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং। ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু-দেবতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ঋষিরুবাচ। এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরং। পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ সোঽপিপাদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ। অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুদ্ধমানো মহাসুরঃ। তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥৩৯॥ ততো হাহা কৃতং সর্ব্বং দৈত্য সৈন্যং ননাশ তৎ। প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥ ৪০ ॥ তুষ্টুবুস্তাং সুরাদেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-

মাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধোনাম

তৃতীয়োঽধ্যায় ॥ ৩ ॥

-oo-

ঋষিরুবাচ।

শুক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে। তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা। তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গম চারুদেহাঃ ॥ ১ ॥ দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা নিঃশেষ দেবগণশক্তি সমূহমূর্ত্ত্যা। তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥ ২ ॥ যস্যাঃপ্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ। সাচণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায় নাশায় চাশুভ ভয়স্য মতিং করোতু ॥ ৩ ॥ যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেম্বলক্ষ্মীঃ পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ। শ্রদ্ধাঃ সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা তাং ত্বাং নতাস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বং ॥ ৪ ॥ কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি। কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবানি যানি সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥ ১৫ ॥ হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈর্নজ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা। সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥ ৬ ॥ যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি। স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতুরুচ্চার্য্যসে ত্বমতএব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৭ ॥ যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ। মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈর্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমাহি দেবি ॥৮॥

শব্দাত্মিকাসুবিমলর্গ্যজুষাংনিধান মুদ্গীত রম্যপদ পাঠবতাঞ্চ সাম্নাং। দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভাবনায় বর্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ৯ ॥ মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা। শ্রীঃকৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা গৌরী ত্বমেব শশীমৌলীকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ১০ ॥ ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তং। অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥ ১১ ॥ দেবী দৃষ্ট্বা তু কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ। প্রাণান্ মুমোচ মহিষ স্তদতীব চিত্রং কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ ১২ ॥ দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায় সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি। বিজ্ঞাতমেবতদধুনৈব যদস্তমেতন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥ ১৩ ॥ তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ। ধন্যা স্তএব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ১৪ ॥ ধর্ম্মানি দেবি সকলানি সদৈবকর্ম্মাণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি। স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতি প্রসাদাৎ লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥ ১৫ ॥ দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ স্বস্থৈঃ স্মৃতামতিমতীব শুভাং দদাসি। দারিদ্র্যঃদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা সর্ব্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা ॥ ১৬ ॥ এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপং। সংগ্রামমৃত্যুমধি-

গম্য দিবং প্রয়ান্তুমন্ত্বেতি নূনমহি তান্ বিনিহংসি দেবি ॥ ১৭ ॥ দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রং । লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতি-সাধ্বী ॥১৮॥ খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈ স্তথোগ্রৈঃ শূলাগ্র-কান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাং । যন্নাগতা বিলয়মংশু-মদিন্দুখণ্ডযোগ্যাননং তব বিলকয়তাং তদেতৎ ॥ ১৯ ॥ দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং রূপন্তথৈতদবিচিন্ত্যমতু-ল্যমন্যৈঃ । বীর্য্যঞ্চ হন্তৃহৃতদেবপরাক্রমাণাং বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থং ॥ ২০ ॥ কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যাতিহারি কুত্র । চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতাচ দৃষ্টা ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবন-ত্রয়েঽপি ॥ ২১ ॥ ত্রৈলোক্য মেতদখিলং রিপুনাশনেন ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা । নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্য-পাস্তমস্মাকমুন্মদ-মুরারিরভবং নমস্তে ॥ ২২ ॥ শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে । ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥ ২৩ ॥ প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে । ভ্রামণেনাত্ম শূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥ ২৪ ॥ সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে । যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাং স্তথা ভুবং ॥ ২৫ ॥ খড়্গশূলগদাদিনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে । কর-পল্লব সঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ ॥ ২৬ ॥ ঋষিরুবাচ । এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ । অর্চ্চিতা

জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ২৭ ॥ ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দ্দিব্যৈর্ধূপৈস্তু ধূপিতা। প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান প্রণতান্ সুরান্ ॥ ২৮ ॥ দেব্যুবাচ। ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বেয়দস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতং। দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈ রেভিঃ-সুপূজিতা ॥ ২৯ ॥ দেবা উচু। ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং নকিঞ্চি-দবশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥ যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ। যদি বাপিবরোদেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি। সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বন্নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥ ৩১ ॥ যশ্চমর্ত্ত্যঃস্তবৈরেভি স্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে। তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদি-সম্পদাং ॥ ৩২ ॥ বৃদ্ধয়েঽস্মৎ প্রসন্না ত্বং ভবেথা স্বর্ব্বদাম্বিকে ॥ ৩৩ ॥ ঋষিরুবাচ। ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোঽর্থে তথা-ত্মনঃ। তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভুবান্তর্হিতা নৃপ ॥ ৩৪ ॥ ইত্যেতৎকথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা। দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্রয়হিতৈষিণী ॥ ৩৫ ॥ পুনশ্চ গৌরীদেহাসা সমুদ্ভুতা যথাভবৎ। বধায় দুষ্ট দৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৩৬ ॥ রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী। তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥ ৩৭ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শক্রাদিস্তুতির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—oo—

ঋষিরুবাচ। পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ। ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাংশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥ ১ ॥ তাবেব সূর্য্যতাংতদ্বদধিকারং তথৈন্দবং। কৌবের মথযাম্যঞ্চ চক্রাতে

বরুণস্য চ ॥ ২ ॥ তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্ব্বহ্নিকর্ম্ম চ। ততো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥ ৩ ॥ হৃতাধিকারা স্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ। মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাং ॥ ৪ ॥ ত্বয়াস্মাকং বরোদত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ। ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ ৫ ॥ ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরং। জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৬ ॥ দেবা ঊচুঃ। নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈঃ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাং ॥ ৭ ॥ রৌদ্রায়ৈঃ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ। জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ৮ ॥ কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমোনমঃ। নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্ব্বাণ্যৈতে নমোনমঃ ॥ ৯ ॥ দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ। খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০ ॥ অতি সৌম্যাতি রৌদ্রায়ৈ নতা স্তস্যৈ নমোনমঃ। নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ ॥ ১১ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১২ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১৩ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১৪ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১৫ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু

ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো-নমঃ ॥ ১৬ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১৭ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১৮ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১৯ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২০ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতি-রূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২১ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২২ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো-নমঃ ॥ ২৩ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২৪ ॥ যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২৫ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২৬ ॥ যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২৭ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেন সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২৮ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২৯ ॥ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ৩০ ॥ যা দেবী সর্ব্ব-

ভুতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৩১॥ যা দেবী সর্ব্বভুতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৩২॥ ইন্দ্রিয়াণা মধিষ্ঠাত্রী ভুতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভুতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥ ৩৩॥ চিতিরূপেণ যাকৃৎস্নমেতৎ ব্যাপ্য স্থিতা-জগৎ। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৩৪॥ স্তুতাসুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়া তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা। করোতু সানঃ শুভ হেতুরীশ্বরী শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু-চাপদঃ॥ ৩৫॥ যা সাম্প্রতঞ্চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈরস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে। যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তিনঃ সর্ব্বা-পদোভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ॥ ৩৬॥ ঋষিরুবাচ। এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী। স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন॥ ৩৭॥ সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভ-বদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা। শরীর কোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভুতা-ব্রবীচ্ছিবা॥ ৩৮॥ স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভ দৈত্যং নিরাকৃতৈঃ। দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ॥ ৩৯॥ শরীরকোষাদযত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা। কৌষিকীতি সমাখ্যাতা ততো লোকেষু গীয়তে॥ ৪০॥ তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাঽভুৎসাপি পার্ব্বতী। কালি-কেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥ ৪১॥ ততোঽ-ম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরং। দদর্শ চণ্ডো-মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ৪২॥ তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাত অতীব সুমনোহরা। কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ

ভাসয়ন্তী হিমাচলং ॥ ৪ ॥ নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমং । জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর ॥ ৪৪ ॥ স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা । সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ৪৫ ॥ যানি রত্নানি মণয়োগজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো । ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে ॥ ৪৬ ॥ ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ । পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ বিমানং হংসসংযুক্ত মেতত্তিষ্ঠতি তেঽঙ্গনে । রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্বেধসোদ্ভুতং ॥ ৪৮ ॥ নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ । কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধি র্মালামম্লানপঙ্কজাং ॥ ৪৯ ॥ ছত্রন্তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি । তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৫০ ॥ মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা । পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥ ৫১ ॥ নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ । বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী ॥ ৫২ ॥ এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে । স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্নগৃহ্যতে ॥ ৫৩ ॥ ঋষিরুবাচ । নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ । প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরং ॥ ৫৪ ॥ ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম । যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্য্যং ত্বয়া লঘু ॥ ৫৫ ॥ স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে । সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥৫৬॥

দূত উবাচ ॥ দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ। দূতোঽহং প্রেষিত স্তেন ত্বৎসকাশ মিহাগতঃ॥ ৫৭ ॥ অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু। নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৫৮ ॥ মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ। যজ্ঞ ভাগানহং সর্ব্বানুপশ্যামি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৯ ॥ ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ। তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনং ॥ ৬০ ॥ ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত মশ্বরত্নং মমামরৈঃ।উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রনিপত্য সমর্পিতং॥ ৬১ যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্ব্বেষুরগেষু চ। রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥ ৬২ ॥ স্ত্রীরত্নভূতাং তাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ং। সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ং ॥ ৬৩ ॥ মাম্বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমং। ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ॥ ৬৪ ॥ পরমৈশ্বর্য্যম্ভতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ। এতৎ বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ॥ ৬৫ ॥ ঋষিরুবাচ। ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ। দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৬৬ ॥ দেব্যুবাচ। সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিত্ত্বয়োদিতং। ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥ ৬৭ ॥ কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথং। শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥ ৬৮ ॥ যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতিবলো

লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥ তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ। মাং জিত্বা কিঞ্চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্লাতু মে লঘু ॥ ৭০ ॥ দূত উবাচ। অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ। ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাং স্তিষ্ঠেদগ্রে- শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৭১ ॥ অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বে- দেবা ন বৈ যুধি। তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রীত্ব- মেকিকা ॥ ৭২ ॥ ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে। শুম্ভাদীনাং কথন্তেষাং স্ত্রী প্রযাস্যসি সংমুখং ॥৭৩॥ সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ। কেশা- কর্ষণনির্ধূতগৌরবামাগমিষ্যসি ॥ ৭৪ ॥ দেব্যুবাচ। এব- মেতদ্বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্য্যবান্। কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥ ৭৫ ॥ স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তন্তে যদেতৎ সর্ব্বমাদৃতঃ। তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥ ৭৬ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দূতসম্বাদো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

-oo-

ঋষিরুবাচ। ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষ- পূরিতঃ। সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥ তস্য দূতস্য তদ্বাক্য মাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ। সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনং ॥ ২ ॥ হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ। তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণ- বিহ্বলাং ॥ ৩ ॥ তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিৎ যদি বোত্তিষ্ঠতে-

পরঃ। স হন্তব্যোঽমরোবাপি যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা ॥ ৪ ॥
ঋষিরুবাচ। তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ঠ্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥ ৫ ॥ স দৃষ্ট্বা
তাং ততো দেবীং তুহিনাঽচলসংস্থিতাং। জগাদোচ্চৈঃ
প্রয়াহীতি মূলং শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥ ৬ ॥ নচেৎ প্রীত্যাদ্য
ভবতী মদ্ভর্ত্তার মুপৈষ্যতি। ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশা-
কর্ষণবিহ্বলাং ॥ ৭ ॥ দেব্যুবাচ। দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো
বলবান্ বলসংবৃতঃ। বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিন্তে করো-
ম্যহং ॥ ৮ ॥ ঋষিরুবাচ। ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবত্তামসুরো
ধূম্রলোচনঃ। হুঙ্কারেণৈবতং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ ॥ ৯
অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্য মসুরাণাং তথাম্বিকাং। ববর্ষ সায়-
কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথাশক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ১০ ॥ ততো ধুতশটঃ
কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবং। পপাতাসুরসেনায়াং
সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ ॥ ১১ ॥ কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ
দৈত্যানাস্যেন চাপরান্। আক্রান্ত্যাচাধরেণান্যান্ জঘান
সুমহাসুরান্ ॥ ১২ ॥ কেষাঞ্চিৎপাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি
কেশরী। তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥১৩॥
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতা স্তেন তথাপরে। পপৌ চ রুধিরং
কোষ্ঠাদন্যেষাং ধুতকেশরঃ ॥ ১৪ ॥ ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং
ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা। তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনে-
নাতি কোপিনা ॥ ১৫ ॥ শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং
ধূম্রলোচনং। বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবী কেশরিণা ততঃ ॥১৬॥
চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ। আজ্ঞা-

পয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥ ১৭ ॥ হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্ব্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ । তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥ ১৮ ॥ কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধ্বা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি । তদা শেষায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্ব্বিনিহন্যতাং ॥১৯॥ তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে । শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা ত্বাং মথাম্বিকাং ॥ ২০ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে ধূম্রলোচনবধো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষিরুবাচ । আজ্ঞপ্তাস্তু ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ । চতুরঙ্গ-বলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥ ১ ॥ দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাং । সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥ ২ ॥ তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমঞ্চক্রুরুদ্যতাঃ । আকৃষ্টচাপাসিধরা স্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥৪॥ ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈ রম্বিকা তানরীন্ প্রতি । কোপেন চাস্যাবদনং মসীবর্ণমভূত্তদা ॥ ৫ ॥ ভ্রূকুটিকুটীলা ত্তস্যা ললাটফলকাদ্রুতং । কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥ ৬ ॥ বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা । দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥ ৭ ॥ অতি-বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা । নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিত দিঙ্মুখা ॥ ৮ ॥ সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্ । সৈন্যেতত্র সুরারীণা মভক্ষয়ত তদ্বলং ॥ ৯ ॥ পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি যোধঘণ্টা সমন্বিতান্ । সমাদায়ৈক হস্তেন মুখে

চিক্ষেপ বারনান্ ॥ ১০ ॥ তথৈব যোধস্তুরগৈ রথং সারথিনা সহ। নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবং ॥১১॥ একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়া মথচাপরং। পাদেনাক্রম্য চৈবান্য মুরসান্যমপোথয়ৎ ॥১২॥ তৈ র্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথা সুরৈঃ। মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্ম্মথিতান্যপি ॥১৩॥ বলিনাং তদ্বলং সর্ব্ব মসুরাণাং মহাত্মনাং। মমর্দ্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাং শ্চাতাড়য়ত্তথা ॥ ১৪ ॥ অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্টাঙ্গতাড়িতাঃ। জগ্মু র্ব্বিনাশ মসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥ ১৫ ॥ ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্ব মসুরাণাং নিপাতিতং দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালী মতিভীষণাং ॥ ১৬ ॥ শর বর্ষৈমহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ। ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭ ॥ তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখং। বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরং ॥ ১৮ ॥ ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী। কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥ ১৯ ॥ উত্থায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত। গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥২০॥ অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবত্তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতং। তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥২১॥ হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতং। মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরং ॥ ২২ ॥ শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ। প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাং ২৩ ॥ ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ। যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥২৪॥

ঋষিরুবাচ। তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ॥ ২৫ ॥ যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥ ২৬ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ। চণ্ডেচ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডেচ বিনিপাতিতে। বহুবলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ॥ ১ ॥ ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্। উদ্যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশহ॥ ২ ॥ অদ্য সর্ব্ব বলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ। কম্বুনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্ব্বৃতাঃ॥ ৪ ॥ কোটীবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ। শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া॥ কালকা দৌর্হৃতা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ॥ যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥ ৬॥ ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভোভৈরবশাসনঃ। নির্জগাম মহাসৈন্য সহস্রৈর্ব্বহুভির্ব্বৃতঃ ॥ ৭ ॥ আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণং। জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগণান্তরং॥ ৮ ॥ ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ। ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকাচোপবৃংহয়ৎ ॥ ৯ ॥ ধনুর্জ্যা সিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা। নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা॥ ১০ ॥ তন্নিনাদ মুপশ্রুত্য

দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশঃ। দেবী সিংহস্তথাকালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥১১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাং। ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্যচ শক্তয়ঃ। শরীরেভ্যো বিনিক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাংযযুঃ ॥ ১৩ ॥ যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণ বাহনং। তত্তদেবহি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥ ১৪ ॥ হংসযুক্তে বিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র কমুণ্ডলু। আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥ ১৫ ॥ মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী। মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥ ১৬ ॥ কৌমারী শক্তিহস্তাচ ময়ূরবরবাহনা। যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকাগুহরূপিণী ॥ ১৭ ॥ তথৈববৈষ্ণবীশক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা। শঙ্খচক্র গদাসার্ঙ্গ খড়্গাহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥ ১৮ ॥ যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতোহরেঃ। শক্তিঃ সাপ্যা যযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুং ॥ ১৯ ॥ নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ ॥ প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্র সংহতিঃ ॥ ২০ ॥ বজ্রহস্তাতথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা। প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্থথৈব সা ॥ ২১ ॥ ততপরিবৃতস্তাভিরিশানো দেবশক্তিভিঃ। হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাং ॥ ২২ ॥ ততো দেবী শরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা। চণ্ডিকা শক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥ ২৩ ॥ সাচাহধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা। দূত ত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রুহি

শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্ব্বিতৌ। যে চান্যে দানবা-স্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ। ত্রৈলোক্যমিন্দ্রোলভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ। যুয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ॥ ২৬॥ বলাবলেদথচেদ্ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ। তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেনবঃ॥ ২৭॥ যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ং। শিব দূতীতি লোকে-ঽস্মিন্ স্ততঃ সা খ্যাতি মাগতং॥ ২৮॥ তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ সর্ব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ। অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়ণী স্থিতা॥ ২৮॥ ততঃ প্রথম মেবাগ্রে শরশক্তৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ। ববযু রুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবী মমরা-রয়ঃ॥ ৩০॥ সাচ তান্ প্রহিতান্ বাণান্ শূলচক্র পরশ্ব-ধান্। বিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাত ধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ॥ ৩১॥ তস্যাগ্রত স্তথাকালী শূলপাতবিদারিতান্। খট্টাঙ্গপো-থিতাং শ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরত্তদা॥ ৩২॥ কমণ্ডলু জলাক্ষেপ হতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ। ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছ-ত্রুন্ যেন যেন স্ম ধাবতি॥ ৩৩॥ মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী। দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্য-তিকোপনা॥ ৩৪॥ ঐন্দ্রী কুলিশপাতেন শতশো দৈত্য-দানবা॥ পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘ প্রবর্ষিণঃ॥ ৩৫॥ তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ। বরাহ মূর্ত্ত্যান্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ॥ ৩৬॥ নখৈর্বিদা-রিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্। নারসিংহীচ চা-রাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা॥ ৩৭॥ চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ

শিবদূত্যভিদূষিতাঃ। পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চ-খাদাথ সা তদা॥ ৩৮॥ ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্। দৃষ্ট্বাঽভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ॥ ৩৯॥ পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্। যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ॥ ৪০॥ রক্ত-বিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ। সমুৎপততি মেদিন্যা-স্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ॥ ৪১॥ যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ। ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ॥ ৪২॥ কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতং। সমুত্তস্থু স্ততো-যোধা স্তদ্রূপাস্তৎ পরাক্রমাঃ॥ ৪৩॥ যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ। তাবন্তঃ পুরুষাজাতা স্তদ্বীর্য্যবলবি-ক্রমাঃ॥ ৪৪॥ তেচাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ। সমং মাতৃভিরত্যুগ্র শস্ত্র পাতাতি ভীষণং॥ ৪৫॥ পুনশ্চ বজ্র পাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা। ববাহ রক্তং পুরুষা-স্ততো-জাতাঃ সহস্রশঃ॥ ৪৬॥ বৈষ্ণবী সমরেচৈনং চক্রে-ণাভি জঘান হ। গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরং॥ ৪৭॥ বৈষ্ণবী চক্রভিন্নস্য রুধির স্রাবসম্ভবৈঃ। সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ॥ ৪৮॥ শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহীচ তথাসিনা। মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্ত-বীজং মহাসুরং॥ ৪৯॥ সচাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বাএবাহ-নৎ পৃথক্। মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ॥ ৫০ তস্যাহতস্য বহুধা শক্তি শূলাদিভির্ভুবি। পপাত যোধৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ॥ ৫১॥ তৈশ্চাসুরা-

দৃক্সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ। ব্যাপ্তমাসীত্ততোদেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমং ॥ ৫২ ॥ তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা। উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তারং বদনং কুরু ॥ ৫৩ ॥ মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দুন্ মহাসুরান্ ॥ রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥ ৫৪ ॥ ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্। এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ ভক্ষ্যমাণা স্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরেঃ। ইত্যুক্ত্বা তান্ততো দেবী শূলেনাভি জঘান তং ॥ ৫৬ ॥ মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতং। ততোহসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাং ॥ ৬৭ ॥ ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোল্পিকামপি। তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতং ॥ ৫৮ ॥ যতস্ততস্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি। মুখে সমুদ্গতা যেহস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ ॥ ৫৯ ॥ তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতং। দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভির্ঋষ্টিভিঃ ॥ ৬০ ॥ জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডা পীতশোণিতং। স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ ॥ ৬১ ॥ নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ। ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ। তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে রক্তবীজবধঃ সমাপ্তঃ।

রাজোবাচ। বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম। দেব্যাশ্চরিত মাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতং ॥ ১ ॥ ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে। চকার শুম্ভো-যৎকর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ॥ ২ ॥ ঋষিরুবাচ। চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে। শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে ॥ ৩ ॥ হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যা-মর্ষমুদ্বহন্। অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াঽসুরসেনয়া ॥ ৪ ॥ তস্যাগ্রত স্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ। সন্দষ্টৌষ্ঠ-পুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবী মুপাযযুঃ ॥ ৫ ॥ আজগাম মহাবীর্য্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্ব্বৃতঃ। নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥ ৬ ॥ ততোযুদ্ধমতীবাসীদ্দেব্যা শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ। শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥ ৭ ॥ চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাং স্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ। তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥ ৮ ॥ নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম্মচাদায় সুপ্রভং। অতাড়য়ন্মূর্দ্ধি-সিংহং দেব্যাবাহনমুত্তমং ॥ ৯ ॥ তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমং। নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্মচাপ্যষ্ট চন্দ্রকং ॥ ১০ ॥ ছিন্নে চর্ম্মণি খড়্গেচ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ। তামপ্যস্য দ্বিধাচক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাং ॥ ১১ ॥ কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ। আয়াতং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ১২ ॥ আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি। সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্নভস্মত্বমাগতা ॥ ১৩ ॥ ততঃ পরশুহস্তন্তু-

মায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবং। আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে॥ ১৪ ॥ তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে। ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাং॥ ১৫ ॥ সরথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ। ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ॥ ১৬ ॥ তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ। জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীবদুঃসহং॥ ১৭ ॥ পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ। সমস্ত দৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনী॥ ১৮ ॥ ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভ মহামদৈঃ। পূরয়ামাস গগনং গান্তথোপদিশোদশ॥ ১৯ ॥ ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ। করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ॥ ২০ ॥ অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ। তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসু শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ॥ ২১ ॥ দুরাত্মং স্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা। তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশ সংস্থিতৈঃ॥ ২২ ॥ শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতি ভীষণা। আয়ান্তী বহ্নিকুটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া॥ ২৩ ॥ সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরং। নির্ঘাত নিস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে॥ ২৪ ॥ শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্। চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈ শতশোথ সহস্রশঃ॥ ২৫ ॥ ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভি জঘান তং। স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ॥ ২৬ ॥ ততো নিশুম্ভঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ। আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশ-

রিণং তথা ॥ ২৭ ॥ পুনশ্চ কৃত্বাবাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ। চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাং ॥ ২৮ ॥ ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী। চিচ্ছেদ তানি-চক্রাণি স্বশরৈঃ শায়কাং শ্চতান্ ॥ ২৯ ॥ ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাং। অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্য সেনাসমাবৃতঃ ॥ ৩০ ॥ তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা। খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥ ৩১ ॥ শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনং। হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ॥ ৩২ ॥ ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ। মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরু-ষোবদন্ ॥ ৩৩ ॥ তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবত্তদা। শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি ॥ ৩৪ ॥ ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্। অসুরাং স্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥ ৩৫ ॥ কৌমারী শক্তি নির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ। ব্রহ্মাণী মন্ত্রপূতেন তোয়ে-নান্যে নিরাকৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতু-স্তথাপরে। বারাহী তুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ॥ ৩৭ ॥ খণ্ড খণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ। বজ্রেণচৈন্দ্রি হস্তাগ্র বিমুক্তেন তথাপরে ॥ ৩৮ ॥ কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ। ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী শিবদূতী মৃগাধিপৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ।

ঋষিরুবাচ। নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতং। হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ১ ॥ বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ। অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী ॥ ২ ॥ দেব্যুবাচ। একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যোমদ্বিভূয়তঃ ॥ ৩ ॥ ততঃ সমস্তা স্তা দেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখালয়ং। তস্যাদেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা ॥ ৪ ॥ দেব্যুবাচ। অহং বিভূত্যাবহুভিরিহর্ত্তপৈর্যদাস্থিতা। তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব ॥ ৫ ॥ ঋষিরুবাচ। ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ। পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণং ॥ ৬ ॥ শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈ স্তথাস্ত্রৈ শ্চৈব দারুণৈঃ। তয়োর্যুদ্ধমভুদ্ভুয়ঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করং ॥ ৭ ॥ দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা। বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎ প্রতীঘাতকর্ত্তৃভিঃ ॥ ৮ ॥ মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী। বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্র হুংকারোচ্চারণাদিভিঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সো ঽসুরং। সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥ ১০ ॥ ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথাশক্তিমথাদদে। চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাং ॥ ১১ ॥ ততঃ খড়্গামুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ। অভ্যধাবত্তদা দেবী দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥ তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা। ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈ বাণৈশ্চর্ম্মচার্ককরামলং ॥ ১৩ ॥ হতাশ্বঃ স

তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিরথো রথিঃ। জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ ॥ ১৪ ॥ চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ। তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্ ॥ ১৫ ॥ স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ। দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্য তাড়য়েৎ ॥ ১৬ ॥ তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে। স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগণমাস্থিতঃ। তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥ ১৮ ॥ নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকাচ পরস্পরং। চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকং ॥ ১৯ ॥ ততঃ নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ। উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥ ২০ ॥ সংক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ। অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥ ২১ ॥ তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরং। জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥ ২২ ॥ স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ। চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতাং ॥ ২৩ ॥ ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি। জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥ ২৪ ॥ উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমংযযুঃ। সরিতো মার্গবাহিন্য স্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥ ২৫ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ। বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ ॥ ২৬ ॥ অবাদয়ং স্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। ববুঃ

পুণ্যাস্তথাবাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ ॥ ২৭ ॥ জজ্বলু-শ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধঃ।

-oo-

ঋষিরুবাচ। দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমা স্তাং কাত্যায়নীং তুষ্টুবু রিষ্টলম্ভাৎ বিকাশিবক্ত্রাস্ত্ব বিকাশিতাশাঃ ॥ ১ ॥ দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য। প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি-পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ ২ ॥ আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। অপাংস্বরূপ স্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যেঃ ॥ ৩ ॥ ত্বং বৈষ্ণবীশক্তি রনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া। সম্মো-হিতং দেবি সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৪ ॥ বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাজগৎসু। ত্বয়ৈকয়া পূরিত মম্বয়ৈতৎকা তে স্তুতিঃ স্তব্য পরাপরোক্তিঃ ৫ ॥ সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী। ত্বং স্তুতা-স্তুতয়ে কাবা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥ ৬ ॥ সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে। স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমো-স্তুহতে ॥ ৭ ॥ কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি। বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোস্তু তে ॥ ৮ ॥ সর্ব্ব-মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে

গৌরি নারায়ণি নমোস্তু তে ॥ ৯॥ সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তু তে ॥ ১০ ॥ শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে। সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ১১ ॥ হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি। কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ১২ ॥ ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি। মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোস্তুতে ॥১৩॥ ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে। কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ১৪ ॥ শঙ্খচক্রগদাসার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে। প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ১৫ ॥ গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে। বরাহরূপিণী শিবে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ১৬ ॥ নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্‌কৃতোদ্যমে। ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ১৭ ॥ কিরীটিনীমহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে। বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ১৮ ॥ শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে। ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ১৯ ॥ দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে। চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ২০ ॥ লক্ষ্মী লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে। মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ২১ ॥ মেধে সরস্বতিবরে ভূতিবাভ্রবিতামসি। নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥ ২২ ॥ সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে। ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো-

দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে ॥ ২৩ ॥ এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতং । পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে ॥ ২৪ ॥ জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনং । ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তুতে ॥ ২৫ ॥ হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ । সা ঘণ্টা-পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিব ॥ ২৬ ॥ অসুরা-সৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ । শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ং ॥ ২৭ ॥ রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্ । ত্বামাশ্রিতানাং নবিপন্ন-রাণাং ত্বামাশ্রিতাহ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৮ ॥ এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাং । রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥ ২৯ ॥ বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা । মমত্বগর্ত্তেঽতিমোহান্ধকারে বিভ্রাময়-ত্যেতদতীব বিশ্বং ॥ ৩০ ॥ রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চনাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র । দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে তত্রস্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বং ॥ ৩১ ॥ বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরি-পাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং । বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতি ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥ ৩২ ॥ দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতের্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ । পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥ ৩৩ ॥ প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বা-র্ত্তিহারিণি । ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা

ভব ॥ ৩৪ ॥ দেব্যুবাচ। বরদাহং সুরগণা বরং যং মন-সেচ্ছথ। তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকং ॥ ৩৫ ॥ দেবা ঊচুঃ। সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি। এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনং ॥ ৩৬ ॥ দেব্যুবাচ। বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে। শুম্ভোনিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥ ৩৭ ॥ নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা। ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ৩৮ ॥ পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে। অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্ ॥ ৩৯ ॥ ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্। রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ ॥ ৪০ ॥ ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ। স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাং ॥ ৪১ ॥ ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি। মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সংভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥ ৪২ ॥ ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্। কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতিমাং ততঃ ॥ ৪৩ ॥ ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ। ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥ ৪৪ ॥ শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি। তত্রৈবচ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং ॥ ৪৫ ॥ দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি। পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে ॥ ৪৬ ॥ রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥ ৪৭ ॥ তদা মাং মুনয়ঃসর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যা নম্রমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ ভীমা-

দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি। যদারুণাখ্য-স্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥ তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বা সংখ্যেয় ষট্‌পদং। ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরং ॥ ৫০ ॥ ভ্রামরীতি চ মাং লোকস্তদা-স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥ ৫১ ॥ ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাঽবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং ॥ ৫২ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে নারায়ণীস্তুতির্নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ। এভিস্তবৈশ্চমাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমা-হিতঃ। তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ং ॥ ১ ॥ মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনং। কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ২ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈক-চেতসঃ। শ্রোষ্যন্তিচৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমং ॥ ৩ ॥ ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চি দ্দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ। ভবি-ষ্যতি ন দারিদ্র্যং নচৈবেষ্টবিয়োজনং ॥ ৫ ॥ শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ। ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমা-হিতৈঃ। শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥ ৭ ॥ উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্। তথা ত্রিবিধমুৎ-পাতং মাহাত্ম্যং সময়েন্মম ॥ ৮ ॥ যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্-নিত্যমায়তনে মম। সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে

স্থিতং ॥ ৮ ॥ বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে সর্ব্বং মমৈতৎ চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব চ ॥ ৯ ॥ জানতা-ঽজানতা বাপি বলিপূজাং তথাকৃতাং। প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথাকৃতং ॥ ১০ ॥ শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তি-সমন্বিতঃ ॥ ১১ ॥ সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতা-ন্বিতঃ। মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ। পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥ ১৩ ॥ রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে। নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাং ॥ ১৪ ॥ শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে। গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥ উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ। দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভি-র্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥ ১৬ ॥ বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকং। সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণ-মুত্তমং ॥ ১৭ ॥ দুর্ব্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরং রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনং ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকং। পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ॥ ২০ ॥ বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশং। অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈ-র্বৎসরেণ যা ॥২১॥ প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে। শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ২২ ॥ রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম।

যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণং ॥ ২৩ ॥ তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে। যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মণাচ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিং। অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ ॥ ২৫ ॥ দস্যুভি র্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ। সিংহব্যাঘ্রানুযাতোবা বনে বা বনহস্তিভিঃ ॥ ২৬ ॥ রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা। আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে ॥ ২৬ ॥ পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে। সর্ব্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোপি বা ॥ ২৭ ॥ স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ। মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা ॥ ২৯ ॥ দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥ ৩০ ॥ ঋষিরুবাচ। ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা। পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩২ ॥ তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা। যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥ ৩২ ॥ দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি। জগৎবিধ্বংসিনি তস্মিন্ মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে ॥ ৩৩ ॥ নিশুম্ভে চ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ। সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনং। তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে ॥ ৩৫ ॥ সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি। ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর ॥ ৩৬ ॥ মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূ-

পয়া। সৈবকালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা ॥৩৭॥ স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী। ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে ॥ ৩৮ ॥ সৈবাভাবে তথা লক্ষ্মীর্বিনাশায়োপ জায়তে। স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা ॥ ৩৯ ॥ দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চমতিং ধর্ম্মে তথাশুভাং ॥ ৪০ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভবধঃ।

ঋষিরুবাচ। এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমং। এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১ ॥ বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া ॥ ২ ॥ ত্বয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ। মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে ॥ ৩ ॥ তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীং। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ ৪ ॥ মর্কেণ্ডেয় উবাচ। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥ প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং শংসিতব্রতং। নির্ব্বিণ্ণোহতি মমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ ॥ ৬ ॥ জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে। সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ ॥ ৭ ॥ স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্। তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীং ॥ ৮ ॥ অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ। নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ ॥ ৯ ॥ দদত্ত-

স্তৌবলিভিশ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতং। এবং সমারাধয়তো-স্ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ ॥ ১০ ॥ পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥ ১১ ॥ দেব্যুবাচ। যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়াচ কুলনন্দন। মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥ ১২ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো বব্রে নৃপো রাজ্য মবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি। অত্রৈব চ নিজং রাজ্যং হত শত্রুবলং বলাৎ ॥ ১৩ ॥ সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্নমানসঃ। মমেত্যহমিতিপ্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকং ॥ ১৪ ॥ দেব্যুবাচ। স্বল্পৈরহোভি র্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্ ॥ ১৫ ॥ হত্বারিপুনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাৎ বিবস্বতঃ ॥ ১৭ ॥ সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ ॥ ১৯ ॥ তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইতি দত্বা তয়ো র্দেবী যথাভিলষিতং বরং ॥ ২১ ॥ বভূবান্তর্হিতা-সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যাবভিষ্টুতা ॥ ২২ ॥ এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ। সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥ ২৩ ॥ ওঁ

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যং
সম্পূর্ণম্।

-00-

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

প্রথম অধ্যায়।

হ্রুঙ্কারযুক্ত * আদ্যাশক্তি চণ্ডিকাকে নমস্কার করিয়া মঙ্গল কার্য্য করিবেক।

একদা শাপভ্রষ্ট দ্রোণাধিপপুত্র পিঙ্গু, বিবাধ, সুপুত্র, এবং সুমুখ নামা তীব্রতপস্বী পক্ষীচতুষ্টয় উপস্থিত থাকিলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগুরি কর্ত্তৃক সাবর্ণি সূর্য্য-তনয় অষ্টম মনুর বিষয় আদ্যোপান্ত বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহা সবিস্তরে কহিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে মুনে ভাগুরে! যিনি সংসারে অষ্টম মনু বলিয়া বিখ্যাত, সেই সূর্য্যসন্তান সাবর্ণির জন্ম বিবরণ ও যে প্রকারে মহামায়ার মহতী-শক্তি প্রভাবে মহাভাগ সাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি (১) হইয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি, আমার নিকটে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের অধিকারকালে সুরথ নামে চৈত্রবংশোদ্ভব, দুষ্টদমনকারক, শিষ্টপ্রতি-

---

* বীজমন্ত্র।

(১) ৩১১৪৪৮০০০ বৎসর—৭১ যুগ।

পালক, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, শান্তস্বভাব এক অতি পরাক্রান্ত প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় বাহু-বলে এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া তাহাতে একা-ধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করি-তেন। কিছু দিনান্তে রাজগণ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার রাজধানীর সীমা ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় প্রবলদণ্ডী হইলেও তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল; এবং সীমাবিধ্বংসী সেই সকল নর-পতি ন্যূন হইলেও, তিনি তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন, ও সুবিস্তীর্ণ একাধিপত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল স্বদে-শেই একমাত্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু বীর্য্যবান্ বিপক্ষেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তখন সেই দুর্ব্বল নৃপতির অধিকৃত কোষাগারস্থ তাবৎ সম্পত্তি ও রাজ্য রক্ষার্থ সৈন্যসমূহ দুরাচার মন্দমতি অমাত্যগণ কর্ত্তৃক অপহৃত ও অধিকৃত হইলে, তিনি অগত্যা মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী হইয়া অতি নিবিড় শ্বাপদসমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় মুনি-শিষ্যপরিবৃত দ্বিজপ্রবর মেধস মুনির আশ্রম দেখিতে পাইয়া তদাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, মুনির নিকটে সবিশেষ সমাদর লাভ করতঃ কিয়ৎকাল অতিবাহিত করি-লেন। তদনন্তর পার্থিব সুরথ, সেই মুনিবরের আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ মমতানিবন্ধন আকৃষ্টমনা হইয়া মনে মনে (এই) চিন্তা করিতে লাগি-

লেন, হায়! ইতিপূর্ব্বে আমি যে রাজ্য পালন করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পূর্ব্বতন দুর্ব্বৃত্ত ভৃত্যগণের হস্তগত হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিপালিত হইতেছে কি না, জানিতে পারিতেছি না। সদা মদস্রাবী সেই শূরহস্তী সকল আমার বৈরীর বশবর্ত্তী হইয়া, জানি না কি ভোগে কালাতিপাত করিতেছে। যে সকল উপজীবীরা অনুদিন দীয়মান বেতন ভোজন ও দান লাভ দ্বারা নিত্য আমার অনুগত ছিল, নিশ্চয়ই তাহারা অন্য রাজাদিগের অনুবৃত্তি করিতেছে। হয় ত তাহারা অমিতব্যয়ী হইয়া উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করতঃ বহুকৃচ্ছ্র সঞ্চিত অর্থরাশি ক্ষয় করিতেছে।

মহারাজ সুরথ, সেই আশ্রমে এইপ্রকার অনিত্য বিষয় চিন্তা করিতেছেন; ইত্যবসরে তথায় ক্ষুণ্ণ-মনা, ম্লান-মুখ ও চিন্তান্বিত এক বৈশ্যকে দেখিতে পাইয়া, কে তুমি, কি জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ, আর কেনই বা শোকার্ত্ত ও দুর্ম্মনা দেখিতেছি? এই প্রকার সপ্রণয় বচনে তদীয় পরিচয় ও বনপ্রবেশকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বৈশ্য তাহা আকর্ণন করিয়া তাঁহাকে বন্দনানন্তর কহিতে লাগিল, হে রাজন্! আমার নাম সমাধি, বৈশ্য জাতীয়, ধনিকুলে জন্ম; এক্ষণে ধনলোভী মূঢ়মতি স্ত্রীপুত্র কর্ত্তৃক ধনজন বিবর্জ্জিত হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছি; সম্প্রতি তাহাদিগের বিচ্ছেদ-জনিত শোক আমার মনে উদ্বেলিত হইতেছে। আমি সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়স্বজন পরি-চ্যুত হইলেও তাহাদের শুভাশুভ প্রবৃত্তি জানিতে পারি-

তেছি না। সম্প্রতি সংসারে তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল ও তাহাদিগের সদসৎপ্রবৃত্তির বিষয় অবগত হইতে পারিতেছি না বলিয়া, মমতা অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতেছে। তখন নরপতি কহিলেন; ধনলুব্ধ যে সকল পুত্রকলত্রের জন্য আপনি সংসারবিযুক্ত হইয়াছেন, কি জন্য আপনার অন্তঃকরণ পুনর্ব্বার তাহাদেরই নিমিত্ত স্নেহপ্রবণ হয়, বলিতে পারিনা। বৈশ্য কহিলেন, হে রাজন্! মৎপ্রসঙ্গে আপনি যাহা বলিলেন, সে সকলই সত্য, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ কখনই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না। যে সকল স্ত্রীপুত্র স্বজনেরা ধনলোভে আমাকে দূরীকৃত করিয়াছে, তাহারা অনায়াসেই পতিপরায়ণতা পিতৃপরায়ণতা ও সমদুঃখসুখিতা পরিত্যাগ করিলেও আমার মন পূর্ব্ববৎ তাহাদিগের আয়ত্ত রহিয়াছে। হে মহামতে! অনিষ্টকামী বন্ধুদিগের জন্য যে আমার চিত্ত প্রেমপ্রবণ হয়; ইহার কারণ আমি জানিয়াও জানিতেছি না। কেন যে তাহাদিগের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ও মনোবেদনা আবির্ভূত এবং অপ্রিয় বন্ধুবান্ধবদিগের জন্য চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, বলিতে পারি না।

মার্কণ্ডেয় ভাগুরিকে কহিলেন, হে মুনে! তদনন্তর নৃপসত্তম সুরথ ও সমাধি বৈশ্য একত্রিত হইয়া, মেধস মুনির নিকট গমন করত উভয়ে তাঁহার পাদপদ্ম যথাযোগ্য বন্দনান্তে উপবিষ্ট হইয়া, বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে সময়াতিপাত করত পরিশেষে রাজা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,

হে ভগবন্! কোন প্রকারে আমার চিত্ত শান্ত হইতেছে না কেন? এই কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। পূর্ব্বে আমি এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি ছিলাম; সম্প্রতি আমার সমুদয় আধিপত্য এবং পুত্র দারাও বৈরদিগের অধিকৃত হইয়াছে; এখন আমার সহিত রাজ্যসম্বন্ধে কোন সংস্রব না থাকিলেও কি কারণে আমি পুনর্ব্বার সেই হৃতরাজ্যাভিলাষী হইয়া শোকাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইতেছি; আর কেনই বা অনিষ্টকারী পুত্রকলত্রাদি সদা আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়া আমাকে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে? আর মৎসম্মুখোপবিষ্ট এই ব্যক্তিও আত্মীয় স্বজন ও স্ত্রী পুত্র কর্ত্তৃক প্রতারিত এবং দূরীকৃত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইলেও ইহাঁর মনে তাহাদিগের জন্য কেনই বা দুঃখ ও মমতা উপস্থিত হইতেছে? হে ভগবন্! জ্ঞানসত্ত্বে মনুষ্যের কি নিমিত্ত ঈদৃশ বিবেকমূঢ়তার আবির্ভাব হয়? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তরে প্রকাশ করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।

তখন ঋষি, রাজা ও বৈশ্যকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, সমস্ত জন্তুরই জ্ঞান আছে ইহা সত্য; এবং সকল কার্য্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। দেখুন এই জগতীতলে কোন প্রাণী দিবান্ধ ২, কেহ বা রাত্র্যন্ধ, ৩ আর কাহার বা দিন যামিনী সমদর্শন হইয়া থাকে ৪। হে রাজন্! কেবল তোমরাই যে

(২) যথা পেচক।

(৩) যথা কোকিলাদি পক্ষী।

(৪) যথা মার্জ্জার।

জ্ঞানী এরূপ কদাচ মনে করিও না ; পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্গাদি সকলেরই জ্ঞান আছে। দেখুন মনুষ্য সকল যে রূপ আহার নিদ্রা ও ভয়াদির বশীভূত, মৃগপক্ষী সকলও তত্তদ্বিষয়ে সেইরূপ। হে নরশ্রেষ্ঠ! পতগেরা আপনি ক্ষুধানিপীড়িত হইয়াও যে স্বীয় ক্ষুদ্র চঞ্চুপুট দ্বারা তণ্ডুল-কণা বহন করতঃ তদ্দ্বারা কুলায়স্থিত স্বীয় শাবকগণের ক্ষুধা অপসৃত করে, তাহা কি আপনি কখন দেখেন নাই? এবং সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য সকল যে অভিলাষ যুক্ত হইয়া প্রত্যুপ-কার লোভে আপন শিশু সন্তানদিগকে অশন বসনাদি-দ্বারা প্রতিপালন করে, তাহাও কি আপনি দেখেন নাই? হে পৃথ্বীনাথ! এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হয়, যে কেবল একমাত্র মহামায়ার প্রভাবে এই জগতে এইরূপ প্রণালীতে সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছে, এবং তজ্জন্যই মনুষ্য সকল জ্ঞানবান্ হইয়াও মহামোহে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। অতএব এবিষয়ে আশ্চ-র্য্যান্বিত হইও না ; ইহা জগৎপতির তমঃপ্রধানা শক্তি ; ইহা বিষ্ণুর মহামায়া ; ইহা দ্বারা জগৎ মুগ্ধ করা হয়। এই মায়ার প্রভাবেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া স্থিতি করি-তেছে এবং জ্ঞানবান্ মনুষ্যসকল মহামোহে নিমগ্ন হইয়া সংসারবাসী হইয়া আছে। আর আশ্চর্য্যের কথা কি বলিব, জ্ঞানিগণের অন্তঃকরণকেও সেই মহতী ভগবন্মায়া বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করতঃ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। সেই মহামায়া এই বিশাল বিশ্বসংসার, সমুদয় জড়ময় পদার্থ

ও প্রাণিপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং স্বীয় ঐশী শক্তিপ্রভাবে সমুদায় পালনও করিতেছেন। কেবল ইহাই নহে, সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী সনাতনী সংসারবন্ধনের হেতু এবং যাঁহার প্রসন্নতাতে জীবসঙ্ঘ, সংসারস্বরূপ শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্তিলাভ করিতেছে; সেই বিদ্যা-সনাতনী-মুক্তিহেতুস্বরূপিণী ও সংসারবন্ধনের হেতুভূতা।

মুনিবাক্যাবসানে রাজা কহিতে লাগিলেন; হে ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন, তিনি কে? কোথা হইতেই বা উৎপন্না? তাঁহার স্বরূপ ও স্বভাব কিপ্রকার? হে ব্রহ্মবাদিন্ দ্বিজোত্তম! আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার নিকট তাহা যথার্থ বর্ণন করুন, আমি শ্রবণ করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।

মুনিশ্রেষ্ঠ মেধস, রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও স্তুত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যিনি এই জগতের আশ্রয়ভূতা ও নিত্য বিরাজমানা, তাঁহারও উৎপত্তির বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ কর। তিনি দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধ্যর্থে এই জগতীতলে পুনঃ পুনঃ উৎপন্না হইয়াছিলেন; এই হেতু সেই নিত্যা নিরাকারা দেবী, লোকে সাকারা বলিয়া কল্পিতা হন। যখন জগৎ একার্ণবীকৃত হইয়াছিল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু কল্পান্তে অনন্ত-তল্প-শায়ী হইয়া, যোগনিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমন সময়ে সুবিখ্যাত মধুকৈটভ নামে অতি ভয়ানক দৈত্যদ্বয় তৎকর্ণ-মূলোদ্ভূত হইয়া, তদীয় নাভিপদ্মস্থিত কমলযোনিকে

ভক্ষণ মানসে ধরিতে উদ্যত হইল; তখন ভয়চকিত ব্রহ্মা যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের নিমিত্ত হরি-নেত্রবাসিনী ভগবতী নিদ্রাস্বরূপা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মহামায়ার বিধিবৎ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

তুমি স্বাহা,৫ তুমি স্বধা,৬ তুমি বষট্‌কার,৭ তুমি উচ্চার্য্যমান্ স্বরাদি বর্ণসমূহ, তুমি নিত্যা, তুমি সুধা, তুমি হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত এই ত্রিমাত্রা বিশিষ্টা, তুমি সাবিত্রী, তুমি অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা, ৮ তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, ও তুমিই সাধারণ-জননী, তুমি ইচ্ছামাত্রে এই জগৎসংসার সৃজন করিয়া, ধারণ ও পালন করিতেছ এবং তুমিই পুনর্ব্বার ইহাকে ধ্বংস করিতেছ। তুমি সৃজনে সৃষ্টিরূপা, পালনে স্থিতি রূপা ও অন্তে প্রলয়রূপা। তুমি সর্ব্বব্যাপিনী, তুমি মহা-বিদ্যা, তুমি মহাস্মৃতি, তুমি মহামেধা; তুমি মহামোহ-রূপে জগদ্ব্যাপ্ত রহিয়াছ; তুমি মহাদেবী ও মহাসুরী। তুমি সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিবিধ গুণসম্পন্না ও তুমি সর্ব্বজ্ঞ-প্রকৃতিরূপা; তুমি শ্রী ও তুমি ঈশ্বরী, তুমি হ্রী ৯ ও বুদ্ধি-বোধ লক্ষণা; তুমি লজ্জা, তুমি তুষ্টি ও পুষ্টি; এবং তুমিই শান্তি ও ক্ষান্তিরূপে অবস্থিতি কর। তুমি ভীষণ খড়্গ,

---

(৫) দেবোদ্দেশে আহুতি প্রদান বাক্য।
(৬) পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ড দানাদি বাক্য।
(৭) ইন্দ্রোদ্দেশে আহুতি দান বাক্য।
(৮) হসন্ত যুক্ত বাক্যের উচ্চারণ জন্য যে লঘুকাল।
(৯) ভুবনেশী।

শূল, গদা ও চক্রযুক্তা ; তুমি আয়ুহা শঙ্খ, চাপ, বাণ, ভুষণ্ডী ও পরিঘ ধারিণী, তুমি সরলা ও ভক্তের প্রতি সদা প্রসন্না এবং তাবৎ সুন্দরী হইতে সুন্দরী ও শ্রেষ্ঠা হইতে শ্রেষ্ঠা ও তাবৎ ঈশ্বরের পরমেশ্বরী ; তুমি চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুতেই ব্যাপ্তা ; তোমার শক্তি সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; অতএব আমি আর তোমার কি স্তব করিব ? আমার বিষ্ণুর ও মহেশ্বরের শরীর ধারণের তুমিই প্রধান কারণ, আমরা তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি ; আর যখন তুমি সেই জগৎপতি বিষ্ণুকেও মোহনিদ্রায় অভিভূত করিয়াছ, তখন কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হয় ? হে দেবী জগৎজননি মহামায়ে ! এক্ষণে দুর্জ্জয় মধুকৈটভ নামা সদ্যোজাত দৈত্যদ্বয়ের নিপাত সাধনজন্য জগৎপতি বিষ্ণুকে ত্বরায় যোগনিদ্রা হইতে জাগরিত কর। যিনি জাগরিত হইয়াই তোমার প্রসাদে স্বল্পায়াসে ঐ সদ্যোৎপন্ন মহাসুরদ্বয়ের নিধনসাধনে সমর্থ হইবেন।

হে নৃপবর ! অনন্তর ভগবতী মহামায়া, এইরূপে পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুতা হইয়া জগৎপাতা বিষ্ণুর চেতনপ্রাপ্তি মানসে তাঁহার নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও মন হইতে বিনির্গত হইলেন এবং সম্মুখস্থিত অব্যক্তজন্মা প্রজাপতির শরীরে প্রবেশ করিলেন। অমনি নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র জগন্নাথ জনার্দ্দন, একার্ণবে সর্পশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, আরক্তিম, ঘূর্ণিতাক্ষ, ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত, অতিশয় পরাক্রমশালী, বীর্য্যবিশিষ্ট, দুরাত্মা

মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়কে সম্মুখে নিরীক্ষণ করতঃ ক্রোধে তাহাদিগের সহিত পঞ্চসহস্র বৎসর অতি ঘোরতর মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দেবী ভগবতী মহামায়া সেই বলোন্মত্ত দুষ্ট অসুরদ্বয়কে স্বীয় মহীয়সী মহামায়া দ্বারা বিমোহিত করিবামাত্র, অমনি তাহারা প্রগল্‌ভবচনে ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বর চাহিতে আদেশ করিল।

তখন ভগবান্ পদ্মলোচন চক্রী তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে দৈত্যদ্বয়! যদি তোমরা উভয়ে আমার সংগ্রামে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে বর প্রদানে প্রস্তুত হইয়া থাক, তবে আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা উভয়ে এখনি আমার বধ্য হও, অন্য বরে আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন নাই।

হে মহীপতে! দুরাত্মারা কমললোচন বিষ্ণুর ঈদৃশ প্রতারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে কেবল স্থলবিহীন জলাকীর্ণ একার্ণব ১০ অবলোকন পূর্ব্বক প্রবঞ্চনা মানসে কহিতে লাগিল, হে কেশব! তথাস্তু; আমরা জলশূন্য স্থানে তোমারই বধ্য হইব, ইহা সত্য অঙ্গীকার করিতেছি।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হরি, বারিশূন্য স্বীয় জঘনোপরি তাহাদিগের মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ভীষণ শাণিত সুদর্শন চক্রদ্বারা শিরশ্ছেদন করিয়া বিনাশ করিলেন।

হে নৃপাল! ভগবতী মহামায়া এইরূপে ব্রহ্মার স্তবে স্বয়মুৎপন্না হইয়াছিলেন। এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই প্রভাব-

(১০) একমাত্র জলময় অকুল সমুদ্র।

শালিনী স্বয়ম্ভূ দেবীর বিষয় আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করুন।

দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

-oo-

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরাকালে দেবাধিপ পুরন্দর, ও দৈত্যাধিপ মহিষাসুর, এই উভয়ে পূর্ণ শত বৎসর অতি ঘোরতর সংগ্রাম হয়। তাহাতে সেই মহা শক্তিশালী মহিষাসুর, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবমণ্ডলীকে সসৈন্যে পরাভব করে। তখন ত্রিদশাধিপতি শতক্রতু ১ ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, যম, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি সমস্ত পরাজিত দেববৃন্দ, পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হওত করযোড়ে যুদ্ধসম্বন্ধীয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের গোচর করিলেন; এবং কহিলেন, হে শরণাগতবৎসল ভুতভাবন ভগবন্! সেই দুর্দ্ধর্ষ অসুরের ভয়ে সমস্ত দেবতারা স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতেছেন; অতএব হে প্রভো! যাহাতে সেই হবির্ভোজী অমরেরা এই ঘোরতর বিপদ হইতে রক্ষা পায়, আশু তাহার প্রতিবিধান কর।

(১) এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞকারীর নাম

দেবগণের এই প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া মধুসূদন অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং ব্রহ্মা ও শঙ্করের মুখ ভ্রূকুটীতে কুটিল হইয়া উঠিল। অনন্তর অতি কোপ-পূর্ণ চক্রী, ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে মহৎ তেজঃ নিষ্ক্রান্ত হইল। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাদিগেরও শরীর হইতে সুমহৎ তেজঃ নির্গত হইল; এবং উহা পূর্ব্ব তেজের সহিত একতা লাভ করিলে, দেবতারা তথায় জ্বলন্তপর্ব্বতসদৃশ, জ্বালা দ্বারা দিগন্তর-ব্যাপি প্রভূত তেজঃকূট দর্শন করিলেন। সেই স্থানে প্রভাদ্বারা লোকত্রয়ব্যাপি, সর্ব্ব দেবতার শরীর হইতে উদ্ভূত সেই অতুল তেজঃ একত্রিত হইয়া নারী হইল। হে ভূপাল! এক্ষণে সেই নারীর সমস্ত অঙ্গের ভিন্ন ভিন্নাংশ কোন্ কোন্ দেবশক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, আমি তাহা সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

হে মনুজশ্রেষ্ঠ! শম্ভুতেজঃ হইতে সেই নারীর মুখমণ্ডল উৎপন্ন হয়; বিষ্ণু তেজঃ হইতে বাহু উৎপন্ন হয়; যম হইতে কেশ, সোম হইতে স্তনযুগল, ইন্দ্র হইতে মধ্যদেশ, বরুণ হইতে জঙ্ঘা ও ঊরু, পৃথিবী হইতে নিতম্ব, ব্রহ্ম-তেজঃ হইতে চরণযুগল, অর্ক হইতে পদাঙ্গুলি, বসু হইতে করাঙ্গুলি, কুবের হইতে নাসিকা, প্রজাপতি হইতে দন্ত, পাবক হইতে নয়নত্রয় এবং সন্ধ্যা হইতে ভ্রূযুগল ও অনিল হইতে শ্রুতিদ্বয় উৎপন্ন হয়। এইরূপে একৈক দেবাংশ হইতে সেই সর্ব্বাবয়বসম্পন্না শক্তিরূপা নারী সমুত্থিতা হইলে, তদবলোকনে অমরেরা দুর্জ্জেয় মহিষাসুর হইতে

নিষ্কৃতি জানিয়া, যৎপরোনাস্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহারা স্ব স্ব বিখ্যাত অস্ত্রালঙ্কারাদি হইতে অস্ত্রালঙ্কার উৎপন্ন করিয়া সেই তেজোত্থিতা নারীর বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন। হে স্বামিন্! আমি তৎসমুদায় একে একে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, একচিত্তে শ্রবণ কর।

হে সুরথ! পিণাকধৃক্ মহাদেব স্বীয় শূল হইতে শূল নিষ্কাসিত করিয়া সেই কামিনীহস্তে সমর্পণ করিলেন; ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় চক্র হইতে চক্র প্রদান করিলেন; এবং বরুণ শঙ্খ, হুতাশন শক্তি, মরুৎ বাণপূর্ণ তূণ ও চাপ প্রদান করিলেন। অমরাধিপ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে কুলিশ ও ঐরাবত হস্তী হইতে এক ভীষণ নিনাদক ঘণ্টা প্রদান করিলেন। যম স্বীয় কালদণ্ড হইতে দণ্ড, অম্বুনাথ নাগপাশ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও অশেষ বারি-পরিপূর্ণ কমণ্ডলু সম্প্রদান করিলেন। দিবাকর সেই কামিনীশরীরের সমস্ত রোমকূপে সহস্ররশ্মিযুক্ত স্বকীয় প্রখর তেজঃ, ও কাল অত্যুৎকৃষ্ট নির্ম্মল অসিচর্ম্ম সমর্পণ করি-লেন। ক্ষীরোদ পরমোৎকৃষ্ট অঙ্গাবরণ পরিধেয় ও উত্তরীয় বসনদ্বয়, কণ্ঠে নির্ম্মল হার, মস্তকে মণিরত্নযুক্ত মুকুট, কর্ণে দিব্যকুণ্ডল, হস্তে বলয়, ললাটে সিতবর্ণ দীপ্তি-মান্ অর্দ্ধচন্দ্র, বাহুসমূহে কেয়ূর কঙ্কণাদি ভূষণ সকল, চরণে নূপুর, গ্রীবাশোভিতকণ্ঠী এবং সর্ব্বাঙ্গুল্যে মণি-রত্নাদি খচিত সুদৃশ্য অঙ্গুরীয় সকল প্রদান করিলেন। আর বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মল পরশু ও নানাবিধ আয়ুধ প্রদান করি-

লেন। জলধি, তাঁহার বক্ষঃ ও মস্তক অম্লানপঙ্কজ দ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন; নগপতি হিমালয় নানা রত্নাদি সহ এক বাহক সিংহ, ধনাধিপতি কুবের সুস্বাদু অক্ষয় মধুপূরিত দিব্য এক পানপাত্র সমর্পণ করিলেন; পরিশেষে ভূধারী অনন্ত, সমস্ত নাগগণ হইতে মাণিক্য, এবং পৃথিবী নাগহার সমর্পণ করিলেন।

হে নৃপেন্দ্র! অনন্তর সেই বামা এইরূপে সমস্ত দেববৃন্দ হইতে অস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিতা ও সম্মানিতা হইয়া অট্ট অট্ট হাস শব্দে বায়ু ভেদ করত দিগ্ব্যাপী নভোমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। সেই ভীষণ হৃদ্বিদারক শব্দ প্রতিনিনাদের সহিত সপ্তলোক চমকিত করিয়া তুলিল। ইয়ত্তাবিহীন গভীর সমুদ্র,গম্ভীর ভাবে বিলোড়িত ও দোলায়মান হইয়া সবলতাড়িত ঊর্দ্ধোত্থিত ভীষণ তরঙ্গমালার সহিত শুভ্রবর্ণ ফেণরাশি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। বসুধা যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া অচল সকলকে বিচলিত করিল, এবং ক্রতুভুক্ অমরেরা "সিংহ বাহিনীর জয়" ভূয়োভূয়ঃ এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শান্তমূর্ত্তি একাগ্রচিত্ত নিয়ত ভক্তিমান্ ঋষি সকল নয়ন মন সংযম করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন। আর তাবৎ যোদ্ধুকামী অস্ত্রধারী অসুরেরা ঐ সর্ব্বভেদী ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করত, "আঃ একি শব্দ" বলিয়া ক্রোধান্বিত মহিষাসুরের আদেশে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক শব্দানুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

হে নৃপতি! সেই ত্রিলোকব্যাপ্তা দেবী, যাঁহার মস্তকস্থ কিরীট, প্রকাণ্ড সমীবৃক্ষের ন্যায়, তুষারাবৃত হিমাচলের ন্যায় অভ্রভেদ করিয়া উর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে; যাঁহার পদভরে বসুন্ধরা নিম্নগামিনী হইয়াছে, যাঁহার জ্যা-নিস্বনে অশেষ পাতাল বিক্ষোভিত করিয়াছে; এবং যাঁহার সহস্র হস্ত চরাচর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; অসুরেরা এবম্প্রকার সেই দেবীকে নয়নগোচর পূর্ব্বক যুদ্ধ কামনায় "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণাদি দ্বারা চতুর্দ্দিক জ্যোতিষ্মান্ করতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইল।

অনন্তর মহিষাসুর-সেনাপতি অতি বলবান্ চিক্ষুরাক্ষ, চরতুরঙ্গ বলে যুদ্ধার্থে রণস্থলে অবতরণ করিলেন। মহাবীর উদগ্রাসুর ষষ্টিসহস্র রথ লইয়া, মহাহনু বৃন্দৈক, অসিলোমা পঞ্চ কোটী, বাস্কল ষষ্টি কোটি, এবং বিড়ালাক্ষ পঞ্চ কোটি রথ লইয়া সেই দেবীযুদ্ধে উপস্থিত হইল। এইরূপে কোটি কোটি গজবাজী ও রথী পদাতিতে রণস্থলীর চতুর্দ্দিক পরিবৃত করত, তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মূষল, অসি, চর্ম্ম ও পরশু পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মহিষাসুর সেই দেবীর সহিত ঘোরতর সংগ্রামে উপস্থিত হইলে, প্রথমে তৎসৈন্যেরা তাঁহার বধোদ্দেশে কেহ পাশ, কেহ শক্তি, কেহ খড়্গ ইত্যাদি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইত্যবলোকনে ভগবতী চণ্ডিকা ক্রোধে অধীরা হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহা ছেদ করতঃ পুনর্ব্বার অমরারি অসুরদেহ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। সেই

সময়ে দেবগণ তাঁহার স্তব স্তুতি করিলেন। হুতাশন যেরূপ গভীর অটবীমধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করত দাবানলরূপে সমস্ত বনস্থলী দগ্ধ করে; প্রভূত বলশালী দেবীবাহক মৃগেন্দ্র কেশরীও তদ্রূপ অতি ক্রোধভরে অম্বিকাকে পৃষ্ঠে লইয়া যুদ্ধপ্রার্থী দেবারিসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৈত্য-নাশে প্রবৃত্ত হইল। অম্বিকার নাসাবিনিঃসৃত নিঃশ্বাস-বায়ু হইতে অসখ্য বীরগণ উৎপন্ন হইয়া সেই সংগ্রাম-মহোৎসবে, কেহ শঙ্খ, কেহ পটহ, কেহ মৃদঙ্গ আর কেহ কেহ বা তুরী ভেরী প্রভৃতি বাদ্য লইয়া অতি কোলাহল সহকারে রণবাদ্য করিতে লাগিল; কেহ বা বীরমদে উন্মত্ত হইয়া, পরশু, ভিন্দিপাল ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র অসুরগণের প্রতি বৃষ্টি করিতে লাগিল এবং স্বয়ং মহামায়া ভগবতী অম্বিকাও কাহাকে ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া, কাহাকে বা গদা ও শক্তি আঘাত করিয়া বিনাশ করিতে লাগি-লেন। কেহ বা তাঁহার ভীষণ ঘণ্টাশব্দে বিমোহিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল; কেহ বা নাগপাশে বদ্ধ থাকিয়া জীবনাশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিল; কেহ বা মুষলাঘাতে রুধির বমন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; কেহ বা খড়্গাঘাতে ভূমে নিপতিত হইল; ও শূলে কাহার বা বক্ষ দ্বিধা হইতে লাগিল; কেহ কেহ বা নিরন্তর বর্ষিত শরাঘাতে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে মৃত্যুর উপহার করিল এবং কেহ বা দেবী হস্তস্থ বজ্রাঘাতে একেবারে ভূমিসাৎ হইতে লাগিল।

হে ভূপাল! দেবী এইরূপে স্ববলে কাহারও কেশাকর্ষণ করিয়া স্কন্ধ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিলেন, কাহারও হস্ত পদাদি বিযুক্ত করিলেন। খড়্গাঘাতে কাহারও বা শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ধরাশায়ী করিলেও তাহারা কবন্ধ শরীরে পুনরুত্থান করত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পুনঃ পতিত হইতে লাগিল। আর কেহ কেহ রণশ্রমে কাতর ও অস্ত্রাঘাতে ব্যথিত হইয়া সদর্পে বৃথা আস্ফালন পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলে তৎকর্ত্তৃক নিহত হইল। দৃঢ়-কায় বলেন্দ্র কেশরী ক্রোধে অধীর হইয়া কেশর স্ফীত ও দন্ত কিড় মিড় করত অসুরবধোপযোগী আম মাংস তাহাদের গাত্র হইতে ছিন্ন করিয়া চর্ব্বণ ও তীক্ষ্ণ নখরদ্বারা বিদারণ করিতে লাগিল। এইরূপে রক্ত-মাংস-লোলুপ-শিবা-গৃধাদি-রব-পরিপূরিত অতি-কোলাহলময় সেই রণস্থলী হত গজ ও বাজী, এবং ধ্বজপতাকাবিহীন চূর্ণ রথ ও অসুরসমূহের মৃত-দেহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় শোণিতপ্রবাহ বেগে কল্ কল্ শব্দে বহমান হইতে লাগিল; গতায়াতের সূচ্যগ্র সমান পরিসর পথও তথায় দুর্লভ হইয়া পড়িল।

হে রাজন্! সর্ব্বভুক্ অগ্নি যেমন অনায়াসে কার্পাস ও শুষ্কতৃণরাশি অত্যল্পকাল মধ্যে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করে, মহাদেবী সিংহবাহিনীও সেই প্রকারে পলকমধ্যে তুমুল সংগ্রাম করত অসুরসৈন্য সকল নিঃশেসিত করিয়া ফেলি-লেন; তদ্দৃষ্টে দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া তদীয় এবং

তন্নিঃশ্বাসোত্থিত সেনাগণের স্তব স্তুতি করিয়া জয় জয় শব্দে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

হে নরনাথ! স্বয়ম্ভুবা চণ্ডিকা এইরূপে মহিষাসুরের তাবৎ সৈন্য বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে তাহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে সেই সর্ব্ব পাপনাশক আনন্দপ্রদায়ক বিষয় একচিত্তে শ্রবণ কর।

মহিষাসুর-সেনা-বধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

হে নৃপনন্দন! পলকমধ্যে সৈন্য সকলকে নিহত হইতে দেখিয়া, মহিষাসুরসেনাপতি অতি বলবান্ চিক্ষুরাসুর কোপজ্জ্বলিত ভাবে আরক্তিম লোচনে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়া, বর্ষাগমে মেঘ যেমন নিরন্তর গিরিশৃঙ্গে অসংখ্য বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ শরজাল বিস্তার করিয়া রণস্থলের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিল। তদনন্তর দেবী অম্বিকাও বাণবর্ষণ দ্বারা তৎসমুদায় শায়ক ছেদ করতঃ তাহার রথ চূর্ণ ও করন্যস্ত ধনুর্গুণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, পুনর্ব্বার সেই সকল তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তদ্বপু বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন চিক্ষুর, নিরস্ত্র ও বিরথী হইয়া অপর অসি-চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তৎপ্রতি ধাবিত হইল; এবং তদীয় বাহক কেশরীর স্কন্ধে ও তৎপরে দেবীর হস্তে

আঘাত করিল। ফলতঃ তাহাও ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ক্রোধারুণলোচন দানব তখন রবিকিরণ সম উজ্জ্বল এক তীক্ষ্ণ শূল লইয়া নিক্ষেপ করিল; ইত্যবলোকনে মহাদেবী অপর এক ভীষণ আয়ুহা শূল লইয়া দৈত্যশূল শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার অতিকোপে তাহাকেও বিদ্ধ করিয়া নিপাত করিলেন।

চিক্ষুরাক্ষকে হত হইতে দেখিয়া, ঐরাবতসদৃশ গজারোহী চামরাসুর কোপজ্জ্বলিত নয়নে সংগ্রামে উপস্থিত হওত এক ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গারী শূল লইয়া নিক্ষেপ করিল; পরন্তু দেবী তাহা এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দেই নাশ করিলেন। অসুর পুনর্ব্বার অতিশয় কোপে সেই গজপৃষ্ঠ হইতে শূল ও নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সিংহ রোষবশে চক্ষু পাকল করত লম্ফসহকারে গজকুম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া অসুর সহ মল্ল যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই এককালে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তৎকালে সিংহ তাহার তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখরাঘাতে রিপু-শরীর ক্ষত বিক্ষত করিল। এই অবকাশে ভগবতী ভদ্রকালী, বৃক্ষ, পাষাণ ও দন্ত চপেটাঘাত দ্বারা বিবর্ণ, এবং স্বীয় বজ্র-হস্তে পঞ্চশীর্ষ মুষ্টিসঙ্কোচ সহকারে নির্দ্দম মুষ্ট্যাঘাতে নির্ব্বীর্য্য ও হতাশ করিয়া গদাঘাত দ্বারা তাহাকে চূর্ণ চূর্ণ করত রবিজসদনে প্রেরণ করিলেন। ইত্যবলোকনে ভিন্দিপালাস্ত্রভূষিত সেনাপতি বাস্কল এবং উগ্রবীর্য্য উদগ্র ও মহাহনু চতুর্দ্দিক্ বাণাচ্ছন্ন করিয়া রণে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবতী পরমেশ্বরী স্বকীয় ত্রিশূলদ্বারা সেনাপতিত্রয়কে বিদ্ধ করত

কৃতান্তসদনে প্রেরণ করিলেন। তদ্দৃষ্টে বিড়ালাক্ষ ও দুর্ম্মুখ শরাদি নানাবিধ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবামাত্র দেবী তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন।

এইরূপে স্বীয় সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণকে সমরশায়ী হইতে দেখিয়া হতবল মহিষাসুর নিজ মহিষমূর্ত্তি ধারণান্তর নিশ্বাসোত্থিত সেনাদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন করত তাহাদিগকে সংক্ষুব্ধ ও তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিতে লাগিল। সে কাহাকে তুণ্ড, কাহাকে পদস্থ খুর, কাহাকে লাঙ্গুলাঘাত এবং কাহারও বা শরীর শৃঙ্গ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অস্থির করিতে লাগিল। কেহ তাহার অতি বেগবান্ গমনবায়ুতে পতিত এবং নিনাদশব্দে ও নিঃশ্বাস বায়ুতে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল।

মহিষবপুধারী দুর্ব্বৃত্ত অসুর এইরূপে অনেক দেবীসেনা বিনষ্ট করিয়া বলপূর্ব্বক বিস্তর সেনা মর্দ্দন করত ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপন কঠিন শৃঙ্গ দ্বারা সিংহকে বিনাশ করিবার বাসনায় যেমন ধাবমান হইল, অমনি দেবী কর্ত্তৃক আহত হইয়া ক্রোধে পাদচতুষ্টয় দ্বারা মেদিনী খনন ও শৃঙ্গ দ্বারা গিরি চূর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিতে লাগিল; এবং মধ্যে মধ্যে ঘোরতর নিনাদে দিগ্মণ্ডল শব্দময় করিল। তাহার বেগবতী গতিতে সমস্ত জগৎ বিক্ষুব্ধ হইল; তাহার পদভরে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সে সমুদ্রে লাঙ্গূল প্রহার করত জল উচ্ছ্বসিত করিয়া সংসার প্লাবিত করিতে লাগিল; শৃঙ্গ দ্বারা নীলবর্ণ আকাশ ভেদ করিয়া পর্ব্বতচূর্ণ

শীলা সকল অম্বিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে দেবী অম্বিকা রোষারক্ত লোচনে তাহার বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহাকে নাগপাশাস্ত্রে বদ্ধ করিলে, সে মহিষমূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করত দেবীবাহক সিংহের ন্যায় অপর সিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন দেবী তাহার মুণ্ড চ্ছেদন করিলেন। সে পুনর্ব্বার ভীষণ পুরুষদেহ ধারণ করিয়া অসি লইয়া দেবীকে বধ করিতে আসিলে তিনি তাহার মুণ্ড বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন। সে আরবার মত্তমাতঙ্গ রূপ ধারণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন করত স্বীয় শুণ্ড দ্বারা সিংহকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; তখন দেবী তাহার প্রকাণ্ড কর খড়্গাঘাতে দ্বিধা করিলে সে পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্ব মহিষবপু ধারণ পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য ক্ষোভিত করিতে লাগিল।

হে চৈত্রবংশজ! তদনন্তর দেবী ভদ্রকালী পুনঃ পুনঃ উৎকৃষ্ট মদ্যপান করিয়া আরক্তিম-লোচনে মৃদুমন্দহাস্যাধরে শোভিতা হইলেন। বলবীর্য্যমদোদ্ধত অসুর তখন তাঁহার প্রতি গিরিবৃষ্টি করিলে, তিনি তাহা বাণদ্বারা চূর্ণ করিয়া সক্রোধে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, রে মূঢ়! যে পর্য্যন্ত আমি সুরাপান সমাপন করিয়া তোর জীবন নাশ করত দেবতাদিগের আনন্দ-ধ্বনি বৃদ্ধি না করি, সেই পর্য্যন্ত তুই স্বেচ্ছা সুখে গর্জ্জন কর্। হে রাজন্! দেবী এই বলিয়া সুধাপান সমাপন করত সিংহপৃষ্ঠ হইতে বামপাদ উত্তোলন করিয়া মহিষমর্দ্দন বাসনায় সবলে তাহার স্কন্ধে

স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ এবং তাহার কণ্ঠ শূল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই দুরাত্মা মহিষাসুর আক্রমিত হইয়াও স্বীয় মহিষদেহ হইতে পুরুষবপু ধারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই সময়ে ভগবতী মহাদেবী তীক্ষ্ণ কৃপাণ দ্বারা শিরশ্ছেদ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। তদবলোকনে অবশিষ্ট অসুরেরা হাহাকার ধ্বনিতে রোদন করত ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। দেবতারা পরমাহ্লাদে জয় শব্দে সর্ব্বমঙ্গলার নামোচ্চাচরণ করিলেন; মহর্ষিরা পুলকে পূর্ণিত হইয়া স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন; গন্ধর্ব্বেরা সুমিষ্ট রাগরাগিণীসমন্বিত গীত, ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়া আমোদ প্রকাশ করিল; এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবর্ণের সুগন্ধ পুষ্প সকল বৃষ্টি হইতে লাগিল।

মহিষাসুরবধ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

-oo-

চতুর্থ অধ্যায়।

অতি বীর্য্যবান্ মহিষাসুর দেবী কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া রণশায়ী হইলে, শক্রাদি দেবতারা তাঁহার তুষ্টিসাধনোদ্দেশে হর্ষযুক্ত হইয়া অতি নম্র ও প্রফুল্ল মনে ভক্তিরোমাঞ্চ শরীরে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে দেবি অম্বিকে! তুমি অখিলদেবগণের ও মহর্ষির পূজ্যা; এই

জগৎ তোমার আত্ম শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; আমরা শুভকামনায় ভক্তির সহিত বার বার তোমাকে প্রণাম করি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যাঁহার তেজ ও অব্যক্ত প্রভাব ব্যক্ত করিতে অশক্ত, সেই দেব-শক্ত্যুৎপন্না দেবী সমস্ত অশুভ নাশ করিয়া এই অখিল-জগৎ পরিপালনের ইচ্ছা করুন।

যিনি শ্রীস্বরূপা হইয়া পুণ্যবান্ ব্যক্তির গৃহে লক্ষ্মী ও পাপাত্মা দুর্জ্জন ব্যক্তির গৃহে অলক্ষ্মীরূপে স্থিতি করেন, আর নির্ম্মলান্তঃকরণ ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে ও সদন্তঃকরণ ব্যক্তির হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে এবং সদ্বংশজাত কুলজনের হৃদয়ে লজ্জারূপে স্থিতি করিয়া বিশ্বসংসার প্রতিপালন করিতে-ছেন, তাঁহাকে বার বার ভক্তির সহিত প্রণিপাত করি। হে দেবি! সমুদায় দেবী, অসুর ও দেবগণাদিতে তোমার অচিন্ত্য রূপ, ভূরি-অসুর-ক্ষয়কারি তোমার বীর্য্য ও যুদ্ধেতে তোমার আচরণ আমরা কিরূপে বর্ণন করিব? তুমি এই সমস্ত জগতের হেতুভূতা, ও সত্বরজস্তমঃ এই ত্রিবিধ-গুণসম্পনা; অথচ দোষ-বিবর্জ্জিতা, (১) তোমাকে হরিহরাদি কেহই অবগত নহেন। তুমি সকলের আশ্রয় হইয়া এই অখিল ধারণ করিতেছ, এবং ইহার কল্যাণসাধনোদ্দেশে তুমি প্রকৃতিরূপা হও; আর সমস্ত শক্তিরই তুমি আদ্যা শক্তি। যজ্ঞীয়হবির্ভোজী দেববৃন্দের আনন্দপ্রদ ও তৃপ্তিকর যে"স্বাহা"বাক্য ও পিতৃগণের তৃপ্তিকর যে "স্বধা" বাক্য তাহাও তুমি। যে সারতত্ত্ববিৎ ইন্দ্রিয়দমন-

(১) রাগাদি দ্বারা অজ্ঞেয়া।

কারী মুক্তিকামনায় মনঃসংযম করিয়া মহাবিদ্যাকে যোগাভ্যাস জন্য মহাব্রত অবলম্বন করে ; হে দেবি ভগবতি! সেই মোক্ষার্থী যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রেরা তোমাকে কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন। শব্দোচ্চারিত নির্ম্মল ঋগ্‌যজু ও সুশ্রাব্য সুন্দরগীতকারী সামবেদ, তুমিই তাহার আশ্রয়স্বরূপা। তুমি সংসারাধিষ্ঠাত্রী ও পীড়ানাশিনী ; তুমি মেধা ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা ; তুমি দুর্গা ও দুস্পার ভবসাগরতরণী ; এবং তুমি মধুকৈটভারি হরির হৃদ্বিলাসিনী লক্ষ্মী, ও চন্দ্রচূড় মহাদেবের গৌরী স্বরূপিণী ; তোমার মৃদুমধুরহাস্যরসপূরিত পৌর্ণমাসীচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল ও কনকোত্তম কান্তি নিরীক্ষণ করিয়াও যে সেই দুর্দ্ধর্ষ অসুর প্রাপ্তরোষ হইয়া অবাধে তোমার কোমলাঙ্গে ভীষণ শাণিত প্রহরণ সকল বর্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাই অতি আশ্চর্য্য। হে দেবি জগৎজননি! উদয়োন্মুখ-শশাঙ্ককান্তি ত্বদীয় বদনকে ভ্রুকুটী দ্বারা ভয়ানক দর্শন করিয়াও যে মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ প্রাণ হইতে বিযুক্ত হয় নাই ; তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য ; কুপিত যমকে দেখিয়া কাহারা জীবিত থাকে ?

হে দেবি! তুমি দেবকার্য্য সাধনোদ্দেশে যেরূপ কোপে কুপিতা হইয়া অসুর সকল বিনষ্ট করিলে, সে রোষ দেবগণের প্রতি প্রকাশ না করিয়া, কৃপাদানে তাহাদিগের প্রতি প্রসন্না হও ; তোমার এইরূপ কোপে সকল সংসার লয় পাইতে পারে ; অতএব তাহা দূর করিয়া এখন দেবগণের প্রতি সদয়া হও এবং তাঁহাদিগের কল্যাণ বিধান কর।

হে ভগবতি! তুমি যাহার প্রতি সদা প্রসন্না, সে হতভাগ্য হইলেও তোমার কৃপায় লোকসমাজে সুবিখ্যাত ও আদরণীয় হয়, তাহার যশঃকীর্ত্তি চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে এবং তাহার ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অভাব হয় না। ধন্য সেই সাধু, যিনি সর্ব্বদা তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া স্ত্রী পুত্র দাসাদি আত্ম পরিজন সহ তোমার প্রসন্নতা লাভ করত কৃতকৃতার্থন্মন্য হয়েন, এবং তিনি প্রতিদিন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিয়া চরমে পরম পদার্থ মুক্তি ফল লাভ করত তোমা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয়েন। হে দুর্গে! তুমি তাহার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্না থাকিয়া তাহার শুভ ও ভদ্র বিধান কর। তোমাকে যে বিপন্নাবস্থায় স্মরণ করে, তুমি তাহার বিপদ মুক্ত কর; এবং যে তোমাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করে, তুমি তাহাকে অতুল নিত্যানন্দ প্রদান কর। তোমার ন্যায় দারিদ্র-দুঃখ-ভয়-হারিণী দ্বিতীয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তুমি সাধারণের অদ্বিতীয়া ও উপকারিণী জননী; এবং তোমার হৃদয় সদাই পরদুঃখে দুঃখিতা। তবে যে অসুর সকল তোমাকর্ত্তৃক নিহত হইল, তাহার কারণ এই যে তুমি সকলেরই সুখবিধান জন্য সেই আত্মপাপলিপ্ত চিরনরকভোগী দুরাত্মাদিগকে শূলাদি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তাড়না করিয়া রণচ্ছলে স্বয়ং তাহাদের স্বর্গসুখ বিধান করিলে; * এবং আমরা এখানে যে তাহাদের অত্যাচারেই দুঃখ ভোগ করিতেছিলাম, হে নিস্তারিণি! তুমি আমাদিগকেও সেই ভয়ঙ্কর অত্যাচারী অসুর সকল হইতে রক্ষা করিয়া চিরসুখী

* কারণ ইহলোক ও পরলোক তাঁহারই সীমা।

করিলে। তুমি কাহারও দুঃখ দেখিতে পার না; এই জন্য এবম্প্রকার উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সকল ভাগ্যে সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাক। হে দেবি! নতুবা কে তোমার সেই কোপজ্জ্বলিত নয়নাগ্নির সম্মুখে ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে? তুমি মনে করিলে পলকে প্রলয় করিতে পার; অতএব কোন্ ছার অসুর তোমার সহিত সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী ও সমর্থ হয়? হে সাধ্বি! তুমি কেবল রণচ্ছলে অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া সেই অনিবারক দুষ্টগণকে তাড়নাপূর্ব্বক লোকান্তরে প্রেরণ করিয়া সকলকেই সুখী করিলে। নতুবা তোমার অতি প্রভাবশালী অগ্নিবিস্ফুরক খড়্গের ও উজ্জ্বল চাক্‌চিক্য কান্তিযুক্ত শূলের প্রভাবে কে তোমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিতে পারে? তবে তোমার যে শীতল চন্দ্রানন হইতে সুধারাশি বর্ষণ হয়; সেই চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা চকোরচক্ষু শীতল হওয়াতে অসুরেরা তোমার সেই সকল তেজঃপুঞ্জ অস্ত্রের জ্যোতি সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তুমি পাপীর নিকট উদ্যত বজ্র ও মৃত্যুতুল্য এবং ধার্ম্মিকের পরম কল্যাণকারিণী। তোমার অতুল রূপ, দয়া, শক্তি ও পরাক্রম কে বলিতে পারে? তোমার ন্যায় শত্রুভয়হারিণীই বা আর দ্বিতীয়া কে আছে? হে দেবি বরদে! তোমার চিত্ত দয়ায় পরিপূর্ণ; শত্রুগণের শিব বিধানার্থ তুমি কেবল সমরে (তাহাদিগকে) নির্দ্দয়রূপে মর্দ্দনকরত বাহ্যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ কর। হে দেবি! তুমি যে রিপুনাশ দ্বারা ত্রৈলোক্য রক্ষা ও আমাদের ভয় শান্তি করিলে তজ্জন্য

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তোমাকে বার বার নমস্কার করি। হে দেবি অম্বিকে! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি দশদিকে তোমার হস্ত আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিনির্ম্মুক্ত হউক; আমাদিগের রক্ষার জন্য তোমার শূল সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘূর্ণিত হইতে থাকুক, তোমার করপল্লবস্থিত গদা, শূল ও খড়্গচর্ম্মাদি আমাদের আপদ সমস্ত শান্তি করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই সকল সময়ে, সকল দিকে ও সকল অবস্থাতেই রক্ষা করুক।

হে রাজন্! এইরূপে দেবতারা ভগবতীর স্তব স্তুতি করিয়া নন্দনকাননস্থ পারিজাতাদি মনোহর সুগন্ধ গন্ধময় পুষ্প, নির্ম্মল ও পবিত্র গঙ্গাজল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি-দ্বারা তাঁহাকে ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিয়া প্রণাম করিলে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! আমি এখন পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগের শুভ কামনা পরিপূরণার্থ বর প্রদান করিতে আসিয়াছি; অতএব স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবতারা কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ ভগবতি! যখন দেবারি অসুরগণকে তুমি বিনাশ করিয়াছ, তখন আমরা তোমার প্রসাদে এক-কালে সকল সুখই প্রাপ্ত হইয়াছি; যেহেতু ঐ দুর্জ্জয় অসুরেরা পরম সুখাস্পদ ত্রিদশালয়ের কণ্টক স্বরূপ হইয়া ছিল। এক্ষণে তোমার প্রসাদে তাহারা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে; তবে হে মহেশ্বরি! এখন তোমার নিকট এই

মাত্র প্রার্থনা ; যে আমরা বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া তোমাকে স্মরণ করিবামাত্রই তুমি কৃপা করত তৎক্ষণাৎ বিপদুদ্ধার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবে। আর নর-লোকে এইরূপে যে কেহ তোমার পূজানুষ্ঠান ও উপাসনা করিবে, তুমি তাহার প্রতি সদয়া হইয়া তাহার ঐহিক পার-ত্রিকের শুভ ফলদা হইবে ; এবং সে দীর্ঘায়ু হইয়া ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিবেক। অনন্তর দেবী বরদা, শক্রাদি দেবগণের সেই প্রার্থনা বাক্যে সম্মত হইয়া "তথাস্তু" বলিয়া অনুমোদন করত তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

হে নৃপনন্দন ! সেই জগত্রয়হিতৈষিণী দেবী ভদ্রকালী এইরূপে দেবশক্তি হইতে জগৎ পরিত্রাণের জন্য উত্থিতা হইয়া ছিলেন। তিনি যে পুনর্ব্বার গৌরীদেহ ধারণপূর্ব্বক দুর্ব্বার শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণকে উচ্ছেদ করত লোকরক্ষা ও দেবগণের উপকার করিয়া ছিলেন, আমি তৎসমুদায় এখনই কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অনন্য মনে তাহা শ্রবণ করুন।

শক্রাদির দেবীস্তুতি নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

-০০-

পঞ্চম অধ্যায়।

হে ভূপতে! পূর্ব্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই প্রচণ্ড দৈত্য বলপূর্ব্বক ত্রৈলোক্যের সমস্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং শচীপতি ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, যম, বরুণ, অগ্নি ও কুবেরাদি সমস্ত দেবগণের অধিকার স্ববলে আত্মসাৎ করিল; তখন তাঁহারা অগত্যা স্বর্গ হইতে নিরাকৃত হইয়া দৈত্যদ্বয়ের বধোপায় চিন্তা করিতে করিতে দেবী কাত্যায়নীপ্রদত্ত বরের কথা স্মরণ পূর্ব্বক হিমপর্ব্বতে গমন করিলেন; এবং তথায় সেই মহামায়ার তুষ্টি সাধন-জন্য স্তব ও পূজা করিয়া স্মরণ করিতে লাগিলেন।

হে দেবি মহাদেবি শিবানি! তোমাকে সতত নমস্কার করি। তুমি প্রকৃতি ও ভদ্রা; তুমি রৌদ্র, তুমি নিত্যা, তুমি গৌরী ও তুমি ধাত্রী, তোমার চরণে বার বার নমস্কার করি। তুমি জ্যোৎস্না, তুমি চন্দ্র ও তুমিই সুখ, তোমাকে নমস্কার। তুমি কল্যাণী, তুমি বৃদ্ধা ও তুমিই সর্ব্বসিদ্ধি, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি নৈঋত, তুমি লক্ষ্মী ও তুমিই সমস্ত বস্তু, তোমাকে নমস্কার। তুমি দুর্গা, তুমি দুর্গম পারাবার ও তুমি সকলের সার; এবং সর্ব্ব-কারণী, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিখ্যাত, তুমি কৃষ্ণবর্ণা ও তুমিই ধূম্রবর্ণা, তোমাকে সতত নমস্কার করি। তুমি সৌম্য ও অতি প্রখর, তোমাকে নমস্কার। হে দেবি!

তুমি জগৎপ্রসবিত্রী, আমরা তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া শব্দে কথিতা, যিনি সর্ব্বভূতে চেতনরূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতে ক্ষুধা ও ছায়ারূপে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তি ও তৃষ্ণারূপে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে লজ্জা ও শান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধা ও কান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে লক্ষ্মী ও বৃত্তিরূপে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতে স্মৃতি ও দয়ারূপে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে তুষ্টি ও ও জননীরূপে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতি করেন, সেই দেবীকে বার বার নমস্কার করি। যিনি ভূতগণের ইন্দ্রিয় ও অখিল জ্ঞানকারণ এবং যিনি অন্তর্যামিনী ও সর্ব্বব্যাপ্তা, সেই দেবীকে বার বার নমস্কার করি। যিনি চেতনরূপে জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার ভক্তিনম্র হৃদয়ে প্রণিপাত করি। হে দেবি বরদে! এক্ষণে পুনর্ব্বার দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া সুরেন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আপদ শান্তি কামনায় তোমাকে

ভক্তিনম্র হৃদয়ে পূজা ও প্রণাম করিতেছেন ; তুমি কৃপা করিয়া দুষ্ট দৈত্যনাশ দ্বারা তাঁহাদের সকলকে আশু রক্ষা কর।

হে নৃপনন্দন! দেবগণ যে স্থল হইতে মহামায়ার আরাধনা করেন ; ভগবতী অম্বিকা তন্নিকটস্থ গঙ্গাপুলিনে উত্তীর্ণ হইয়া তথাকার জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান সমাপন করিয়া (আপনাপনই তখন) তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কি কারণে এবং কাহার নিকট দেবতারা স্তব করিতেছেন? সেই সময় তাঁহার দেহ হইতে অপর এক পরম সুন্দরী কন্যা সমুত্থিতা হইয়া প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন যে, দেবতারা শুম্ভ নিশুম্ভ নামা দৈত্যদ্বয় হইতে তাড়িত ও উৎপীড়িত হইয়া তাহাদিগের বিনাশ বাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। রাজন্! সেই অম্বিকা, পার্ব্বতীর দেহরূপ কোষ হইতে নিঃসৃতা হইলেন, এই জন্য কৌষিকী নামে সমস্ত লোকে বিখ্যাত আছেন! আর সেই পার্ব্বতীও কালী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নির্গত হওত, "কালিকা" এই নামে খ্যাতা হইয়া হিমাচল আশ্রয় করিলেন। তখন অম্বিকা কৌষিকী, পরম সুন্দর লোকমুগ্ধকর মোহিনীরূপে তথায় আবির্ভূতা হইলে, শুম্ভনিশুম্ভ-ভৃত্য চণ্ডমুণ্ড তাহা অবলোকন করিয়া স্বীয় প্রভু শুম্ভের নিকট নিবেদন করত কহিতে লাগিল, হে দৈত্যপতে! আমরা হিমালয় পর্ব্বতে এক নিরুপমা বামা নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছি। সেই সর্ব্বাবয়বসম্পন্না সুদৃশ্যা বালা যেরূপ সুন্দরী ত্রৈলোক্যে কুত্রাপি আর সেরূপ নাই ; অথবা এই জগন্মধ্যে তাহার দ্বিতীয়া যে

থাকিতে পারে, এমন বিশ্বাসও হয় না। সেই কামিনী একটী স্ত্রীরত্ন বিশেষ ; তাহাকে বারেক নিরীক্ষণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে দানবরাজ! আপনি সেই অনুপমা সুন্দরীকে স্বগৃহে আনয়ন করুন এবং তিনি কে ও কাহার পত্নী, তাহাও বিশেষরূপে অবগত হউন। সেই রামা যে সর্ব্বতোভাবে আপনকার যোগ্যা ও ভোগ্যা তাহার আর কোন সংশয়ই নাই। হে অসুররাট্! যখন আপনার গৃহে অপরাপর মণিরত্নাদি নানাবিধ উৎকৃষ্ট রত্ন বর্ত্তমান,—যখন আপনি বাসবকে পরাজয় করিয়া ঐরাবত হস্তী, পারিজাত পুষ্প ও দেবগণ কর্ত্তৃক সমুদ্রমথনোত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব লাভ করিয়াছেন,—যখন আপনি বহুমূল্য মণিরত্নাদি খচিত ব্রহ্মার হংসযুক্ত বিমান ও ধনেশ্বর কুবের হইতে মহাপদ্ম লাভ করিয়াছেন,—যখন আপনি জলধি হইতে অম্লানপঙ্কজামালা ও নিরন্তর সুবর্ণ প্রসবিত্রী বরুণ-ছত্র, আর প্রজাপতির অত্যুৎকৃষ্ট রথলাভ করিয়াছেন এবং আপনার কনিষ্ঠ নিশুম্ভ যখন মৃত্যু হইতে উৎক্রান্তিদ নাম শক্তি, সাগরপতি হইতে উৎকৃষ্ট পাশাস্ত্র ও নানাবিধ অমূল্য রত্ন এবং অগ্নিদত্ত অদহ্য বস্ত্রদ্বয় লাভ করিয়া এরূপ প্রভূত ঐশ্বর্য্যবলশালী হইয়াছেন ; তখন সেই আত্মযোগ্য রমণীরত্নই বা কি নিমিত্ত আপন পার্শ্বে শোভিতা না হয়? হে দনুজপতে! আপনি সেই অলোকসামান্যা বামাকে স্ব প্রাসাদে আনয়ন করুন।

চণ্ড মুণ্ড হইতে এই সকল কথা আকর্ণন করিয়া দৈত্যপতি শুম্ভ মহাসুর সুগ্রীবকে আহ্বান করত চণ্ডমুণ্ড কথিত

সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, হে সুগ্রীব! তুমি আমার আদেশে হিমালয়স্থ গঙ্গাপুলীনে শীঘ্রগতিতে গমন করিয়া ত্বরায় সেই কথিত স্ত্রীরত্ন আনয়ন কর। রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র সুগ্রীব তথায় উপস্থিত হইয়া অতিবিনীতভাবে মধুর বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল। হে দেবি! আমি দৈত্যপ্রধান ত্রৈলোক্যাধিপতি শুম্ভরাজার দূত, আপনার নিকট তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি; তিনি যাহা কহিতে আদেশ করিয়াছেন তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন। হে সুন্দরি! সেই অসুরনাথ কহেন যে, আমি সমস্ত দেবগণকে পরাস্ত করিয়াছি; এ জগত্রয় এখন আমারই অধিকৃত; দেবতারাও এখন আমার বশীভূত হইয়াছেন; আমি যজ্ঞভাগ সকলের পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক অংশই গ্রহণ করিয়া থাকি; আর জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনরত্ন আমার গৃহেই বর্ত্তমান। ইন্দ্রের হস্তী রত্ন ঐরাবত, হয় রত্ন ক্ষীরোদমথনোত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা, এবং মদগৃহ-উজ্জ্বলকারী অপরাপর শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ দেবতারা অবনত মস্তকে আমাকে অর্পণ করিয়াছেন; হে শুভে! শুনিতে পাই, তুমিও রমণী মধ্যে রত্ন বলিয়া গণ্যা, অতএব আমি তোমাকে প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া আরও শোভমানা হও; অথবা অভিরুচি হইলে ইচ্ছাসুখে মমানুজ বীর্য্যশালী নিশুম্ভেরই পাণিগ্রহণ করত তাহার মহিষী হইয়া আমার এই অতুল বৈভব ও মণিরত্নাদি ঐশ্বর্য্য সকল সম্ভোগ কর।

হে নরনাথ সুরথ! বিশ্বধরিত্রী ভদ্রা সেই দুর্গমত্রাণ-কারিণী দুর্গা, দূতমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ধাস্য সহকারে গম্ভীর বদনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে সন্দেশবহ! তুমি যাহা যাহা কহিলে সকলই সত্য বলিয়া প্রণিধান করিলাম; ইহাতে তোমার একটী কথাও অলীক নাই। তোমার প্রভু শুম্ভ যেরূপ ত্রৈলোক্যাধিপতি, তদানুজ নিশুম্ভও সেইরূপ অধিকারী ইহাও সত্য। কিন্তু হায়! সে দুঃখের কথা কি কহিব; আমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ এক বৃথা প্রতিজ্ঞা করিয়া কি অনর্থই করিয়াছি! আবার তাহা পূর্ণ না হইলে আমার সত্যও ভঙ্গ হয়! অতএব আমি সত্যভঙ্গভয়ে আমার সেই বিষম অনর্থকারী প্রতিজ্ঞার কথা তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। হে সুগ্রীব! যে কেহ আমাকে সংগ্রামে সম বা অধিক বলে পরাস্ত করিতে পারিবেন, যিনি যুদ্ধে আমার দর্প চূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন, আমি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিব। অতএব তুমি অবিলম্বে তোমার প্রভুর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে উপদেশ কর; তাহা হইলেই আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইব। এই কথা শুনিয়া দূত প্রগল্‌ভবচনে পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে শুভগে! তুমি আমার সম্মুখে এ কি অন্যায় কথা কহিতেছ! যে শুম্ভনিশুম্ভের সম্মুখে অতি প্রতাপশালী হইলেও সহজে কেহ তিষ্ঠিতে পারে না, ইন্দ্রাদি দেবতারা যাঁহাদিগের সামান্য সেনাগণের

প্রতাপ সহ্য করিতেও অসমর্থ, তুমি ক্ষীণা, কোমলাঙ্গী তাহাতে আবার স্ত্রীলোক হইয়া কি প্রকারে তাঁহাদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিতে সাহসী হও? যদি তুমি ইচ্ছাসুখে তাঁহাদিগের নিকট গমন না কর, তাহা হইলে তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অবমাননা করিয়া অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইবেন। দূত বচনে তখন দেবীও পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে দূত! আমি সত্যভঙ্গভয়ে অগত্যা তোমাকে এই সকল কথা বলিলাম; যদি তোমার প্রভুদ্বয় বাস্তবিকই এইরূপ প্রভূত-বলশালী ও পরাক্রমী তবে এখানে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ-করিয়া স্বীয় বাঞ্ছা পরিপূরণে যত্নবান্ হউন। হে দূত! আমি তোমাকে সাদরে বরণ করিতেছি, তুমি ত্বরায় তাঁহাদিগকে এই সমস্ত বিজ্ঞাপন করিয়া যথাকর্ত্তব্য সাধন কর।

দূতসম্ভাষণ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

-00-

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে রাজন্! বার্ত্তাবহ সুগ্রীব দেবীপ্রমুখাৎ এই সকল শ্রবণ করিয়া তথা হইতে দৈত্যরাজসমীপে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাবৎ বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিল। অসুরবর তাহা আকর্ণন করিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করত ক্রোধে ধূম্রলোচন সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধূম্রলোচন! তুমি অকালবিলম্বে মদাদেশে সেনাদলে পরিবৃত হইয়া হিমালয়স্থ সেই কামিনীর কেশাকর্ষণ করত এখানে আনয়ন কর; আর, দেব যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি যদি কেহ তাহার সহায়তায় প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে অবস্থিতি করে, তবে তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করত তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়া আইস; আমি তোমাকে এখন এই কার্য্যে বরণ করিতেছি। দৈত্যপতি হইতে এইরূপে অভিহিত হইয়াই, ধূম্রলোচন যষ্টিসহস্রসৈন্যসমভিব্যাহারে তুহিনাচলস্থ সেই দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল। হে বরাননে! যদি তোমার জীবিত থাকিতে বাঞ্ছা থাকে, তবে এখনি আমার প্রভুর নিকটে গিয়া সেবা দ্বারা প্রীত করত তাঁহার শরণাগত হইয়া পরম সুখ সম্ভোগ কর, অথবা স্বেচ্ছাসুখে আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সুখে বিহার করিতে থাক; নতুবা আমি এই মুহূর্ত্তেই বলপূর্ব্বক তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া

তাঁহাদের সমীপে লইয়া যাইব। তদুত্তরে দেবী কহিতে লাগিলেন, হে দৈত্যসেনাপতে ধূম্রলোচন! তোমার প্রভুরা যখন এরূপ প্রতাপশালী ও বীর্য্যবান্ এবং তোমাদিগের যখন এত অদ্ভুত পরাক্রম ও ক্ষমতা আছে, তখন তোমরা আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেলে আমি তোমাদিগের কি করিতে পারিব?

হে মহারাজ! দৈত্যসেনাপতি এইরূপে ভগবতীকর্ত্তৃক কথিত হইলেই, দুরাত্মা তাঁহাকে গ্রহণ মানসে যেমন ধাবমান হইল, দেবী কোপে এক হুঙ্কার শব্দেই তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভস্ম করিয়া ফেলিলেন; তদ্দর্শনে তাহার সৈন্যবলেরা ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার প্রতি প্রচুর তীক্ষ্ণশায়ক, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন দেবীবাহক সিংহ, দৈত্যসৈন্যনিধন মানসে সেনামধ্যে অতি বলপূর্ব্বক প্রবেশ করত ঘোরতর গর্জ্জন সহকারে কাহাকে করপ্রহারে, কাহাকে তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে, কাহাকে দংষ্ট্রা দ্বারা চর্ব্বনসহকারে, বিনাশ করিল। পরিশেষে কাহাকে অধরে ধারণ করিয়া এবং বিষম চপেটাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া মারিতে লাগিল। কাহারও বা হস্ত পদ ও মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিল এবং কাহারও শরীরের সমস্ত শোণিত পান করিয়া বিনাশ করিল। এইরূপে অম্বিকাবাহন কেশরী পলকমধ্যে সেনাপতির সমুদায় বল ক্ষয় করিল। ভগ্নপাইক হইতে শুম্ভ তাহা অবগত হইয়া রোষভরে মহাসুর চণ্ডমুণ্ড সেনাপতিদ্বয়কে আহ্বান করিয়া আদেশ করিল, হে চণ্ড! হে মুণ্ড!

তোমরা উভয়ে আমার আদেশে বহুবলে পরিবৃত হইয়া সেই কামিনীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক, অথবা তাহাকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। আর যদি তাহা নিতান্ত দুরূহ হয়, অথবা সংশয় বিবেচনা কর, তবে অস্ত্র প্রহার দ্বারা প্রথমে তাহাকে দুর্ব্বল ও তাহার বাহন সিংহকেও ঐরূপে তীক্ষ্ণ শায়ক প্রহার দ্বারা নিপাত করিয়া তৎপরে কামিনীকে বন্ধনপুরঃসর মৎসমীপে আনয়ন কর।

ধূম্রলোচনবধ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

-oo-

সপ্তম অধ্যায়।



হে ভূপাল! আজ্ঞাপ্রাপ্তমাত্রে চণ্ডমুণ্ড সেনাসামন্ত চতুরঙ্গবল সংগ্রহ করত হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, সেই কৌষিকী দেবী ঈষদ্ধাস্য মুখে সিংহপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া শৈলশৃঙ্গে উজ্জ্বল তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তদ্দৃষ্টে তাহারা কোপে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল; তাহাতে দেবী ভগবতীও ক্রোধে মসীবর্ণ হইয়া গেলেন। তাঁহার ললাট হইতে কৃষ্ণবর্ণা অতিবিস্তার ও করালবদনা, খট্টাঙ্গধারিণী, নরমালাবিভূষণা, লোলরসনা, নিম্নগামি-রক্তনয়না ও দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা এক ভীষণ কালিকা নিষ্ক্রান্ত হইয়াই ভৈরব হুঙ্কার করত মুখ বাদ্যান করিয়া

অতিবেগে সৈন্যব্যূহ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অসুরবল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষণ পার্ষ্ণি ও ঘণ্টাদি বিচিত্র অলঙ্কারযুক্ত বারণ সকল অতি লঘুপদার্থের ন্যায় হস্তে তুলিয়া বদনসাৎ করিতে লাগিলেন। অশ্ব ও সারথিযুক্ত রথ সকল অবলীলাক্রমে বক্তুমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া অতি ভীষণ দংষ্ট্রায় চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কাহারও কেশাকর্ষণ, কাহারও গ্রীবা আক্রমণ করিয়া, কাহাকে বা পদে দলন করিয়া হত করিতে লাগিলেন। কেহ বা তাঁহার চরণে নিষ্পেষিত হইল, মুদ্গরাঘাতে কেহবা পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। কেহ বা কালিকার প্রতি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিলেও তিনি তাহা দন্তে ধারণপূর্ব্বক চর্ব্বন করিতে লাগিলেন, এবং কাহাকেও অসি, কাহাকে বা খট্টাঙ্গ দ্বারা প্রহার করিয়া নিপাত করিলেন। হে রাজন্! এবম্প্রকারে চণ্ডমুণ্ডের সমস্ত বল ভক্ষণ করিয়া তাহাদিগের নিধনেচ্ছায় তিনি সেই দিকে ধাবিত হইলেন। চণ্ড দৈত্য সেই ভীষণ কালিকাকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অসংখ্য শায়ক এবং এক ভীষণ প্রজ্জ্বলিত চক্র নিক্ষেপ করিল। সেই চক্র দেবীমুখাগ্রবর্ত্তি হওয়াতে, বোধ হইল, যেন কালিকার ক্রোধমুখ সূর্য্যস্বরূপ ও চক্র তাহার কিরণমাত্র। সে যাহা-হউক! দেবী সেই সকল অস্ত্র বর্ষণ করিয়া সিংহপৃষ্ঠা-রোহণে অসুরনিধন মানসে চণ্ডের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাহার কেশাকর্ষণ করত খড়্গাঘাতে তাহাকে নিপাত করিলেন।

হে সূর্য্যবংশাবতংস সুরথ! চণ্ডকে খড়্গাঘাতে হত হইতে দেখিয়া ভ্রাতৃশোকগ্রস্ত মুণ্ড অতিশয় কোপভরে ভয়ঙ্করা কালিকাহিংসাকারণে যুদ্ধে উপস্থিত হইলে, তিনিও এক আঘাতেই ভ্রাতার অনুসরণ করিলেন। অনন্তর কালিকা সেই দুষ্ট চণ্ডমুণ্ডের ছিন্ন মস্তকদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক দেবী কৌষিকীসমীপে গমন করিয়া কহিলেন, যে তোমার তুষ্টিসাধনজন্য আমি এইমাত্র দুষ্ট পশু চণ্ডমুণ্ডদ্বয়কে নিপাত করিলাম; এক্ষণে তুমি শুম্ভনিশুম্ভকে স্বয়ং বিনাশ কর। তখন কৌষিকী ছিন্নমস্তকদ্বয় দর্শনপূর্ব্বক অতি ললিত স্বরে কল্যানী কালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; হে দেবি! তুমি যেমন ঘোরতর রণে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চণ্ডমুণ্ড দৈত্যদ্বয়কে নিপাত করিলে, তেমনই আমার বাক্যে তুমি চামুণ্ডাদেবী নামে জগতে বিদিতা হইবে।

চণ্ড-মুণ্ডবধ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

হে নৃপনন্দন! সসৈন্যে চণ্ডমুণ্ডের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করত শুম্ভরাজ কোপকম্পিতকলেবরে ষড়শীতি আয়ুধ লইয়া তাবৎ দৈত্যসৈন্য সকলকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন; এবং চতুরশীতি নিযুত কম্বুসেনা, একৈক-

কোটি বীর্য্যযুক্ত পঞ্চাশৎ অসুরসেনা, শতৈক ধূম্রসেনা ও কালকা, দৌর্হৃতা, মৌর্য্যা এবং কালকেয় প্রভৃতি সেনা সকল সুসজ্জিত হইয়া আমার আজ্ঞায় এখনই সেই কামিনীর সহিত সংগ্রামে গমন কর। ভৈরবশাসনকারী শুম্ভাধিপতির আদেশে কথিত সৈন্য সকল যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র ও অলঙ্কারে শোভিত হইয়া সেই রণভূমিতে উপস্থিত হইল।

অনন্তর দেবী সেই বিপুল ভীষণ সৈন্য আগত দেখিয়া ধনুর্জ্যাস্বনে আকাশ পাতাল পরিপূর্ণ করিলেন; সেই শব্দ শ্রবণে সিংহও যুদ্ধকাল উপস্থিত জানিয়া অধিক গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল, এবং অম্বিকা তখন পুনর্ব্বার তাঁহার করস্থ ভীষণ ঘণ্টার শব্দ করিতে লাগিলেন। সেই শব্দত্রয় একত্রীভূত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পিত করিতে লাগিল। কৌষিকীললাটজা, বিস্তারবদনা, অতি ভয়ঙ্করা সেই চামুণ্ডা কালী সরোষে পুনর্ব্বার প্রকাশ হইয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। সুরদ্বেষী অসুর সেনারা তাহা শ্রবণ করত বধকামনায় তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল; এবং ব্রহ্মা, কার্ত্তিক, বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরেরা সেই দৈত্যবল বিলোকন করত স্বীয় স্বীয় শক্তি হইতে অস্ত্র, অলঙ্কার ও বাহনবিশিষ্ট আত্মবৎ সেনানীসমূহ উৎপাদন করিয়া চণ্ডিকার সহায়তায় তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে সেই সকল সেনানীগণের নামরূপাদি শ্রবণ কর। কমলযোনি ব্রহ্মার শক্তি হইতে তদ্বৎ দিব্যহংসযুক্ত বিমানে অক্ষমালা ও কমণ্ডলুবিভূষিতা ব্রহ্মাণী

উৎপন্না হইলেন; মহেশ্বর হইতে ত্রিশূলধারিণী, বৃষভারূঢ়া অহিবিভূষণা, ভালে উজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্রশোভিতা মাহেশ্বরী; কুমার কার্ত্তিক হইতে শক্তিহস্তা, ময়ূরবাহনা, কৌমারী; বিষ্ণু হইতে শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ ও খড়্গ বিশিষ্টা গরুড়-বাহনা বৈষ্ণবী; বরাহ হইতে বরাহতনু বারাহী; নর-সিংহ হইতে তদ্বৎ শঠাক্ষেপ-ক্ষিপ্ত-নক্ষত্রা নারসিংহী এবং ইন্দ্র হইতে সহস্রনয়না, কুলিশহস্তা, গজেন্দ্রবাহিনী ঐন্দ্রী উৎপন্না হইলেন, তখন মহাদেব ঈশান তাঁহাদিগকে সম-ভিব্যাহারে লইয়া চণ্ডিকাসমীপে উপস্থিত হওত কহিতে লাগিলেন, হে চণ্ডিকে! দেবতাদিগকে রক্ষা ও আমার প্রীতি সাধনোদ্দেশে তুমি এই সমস্ত সেনানিকা সহায়ে ত্বরায় দুষ্ট-দৈত্য বিনাশ কর।

তদনন্তর চণ্ডিকাশরীরস্থা শক্তি হইতে অপর শত শিবার ন্যায় নিনাদকারিণী, অতি ভীষণা ধূম্রজটিলা নামে এক বামা সমুত্থিতা হইয়া মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, হে ভগবন্! আপনি একবার কৃপা করিয়া দূতরূপে শুম্ভ নিশুম্ভ সমীপে গমনপূর্ব্বক আমার এই বাক্য তাহাদি-গের গোচর করুন, যে যদি তোমাদের জীবিত থাকিবার আশা থাকে, তবে স্বগণে শীঘ্র পাতাল আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর; আর যদি বলাবল জানিবার জন্য সংগ্রাম বাসনা থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তেই আসিয়া আমার শিবা-গণের পানতৃপ্তিকর তোমাদের শোণিত দান করত তাহা-দিগের ক্ষুৎপিপাসা শান্ত কর।

রাজন্! শিবদূতীর এই সকল কথা মহাদেব তাহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিবামাত্রই, তাহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া দেবী কাত্যায়নীর প্রতি ভীষণ শরশক্তি বৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ কেহ শূল, চক্রাদি বর্ষণ করিলে, দেবী তাহা অবলীলাক্রমে ছেদ করিলেন। চামুণ্ডা কালী পুনরাগমন করিয়া শূল ও খট্টাঙ্গ দ্বারা দৈত্যসেনা মর্দ্দন করিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণী যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতে করিতে স্বীয় কমণ্ডলু হইতে জলক্ষেপণ করিয়া শত্রুগণের যশ ও বীর্য্য হ্রাস করিতে লাগিলেন, এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূল ও বৈষ্ণবী চক্র দ্বারা দৈত্যদল লণ্ডভণ্ড করিলেন। কৌমারী শক্তি বর্ষণ ও ঐন্দ্রাণী বজ্রপ্রহার দ্বারা রিপুরক্তে পৃথিবী সিক্ত করিতে লাগিলেন; বারাহী কাহাকে তুণ্ড ও দন্তাঘাতদ্বারা দ্বিধা করিলেন এবং চক্রদ্বারা কাহারও শিরশ্ছেদ করিয়া বিনাশ করিলেন। নারসিংহী ঘোরতর গভীর নিনাদে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া কাহাকে নখর দ্বারা বিদীর্ণ, কাহাকে বা দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিয়া মারিতে লাগিলেন; আর শিবদূতীও দানবগণের বিপুল সৈন্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন।

মাতৃগণ এইরূপ কোপে অসুরসেনা মর্দ্দন করিতেছেন দেখিয়া সৈন্যগণ অসহিষ্ণু হওত রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল; তখন রক্তবীজ, (যাহার বিন্দুমাত্র শোণিত ভূমিসংলগ্ন হইবামাত্র তদ্রূপ অপর দৈত্য উৎপন্ন হইয়া মহান্ অনর্থকারী হইয়া উঠে;) কুপিত হইয়া যুদ্ধে অবতরণ করিল। তাহাকে সম্মুখসংগ্রামে

আসিতে দেখিয়া, ঐন্দ্রী ভীষণ বজ্র প্রহার করত তাড়না করিলেন; এবং যুদ্ধে ক্ষত হইয়া তাহার শোণিত বিন্দু ভূপতিত হইবামাত্র তদ্রূপ এক অতিবীর্য্যবান্‌ ও পরাক্রমী দৈত্য উত্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলে, ঐন্দ্রী পুনঃ পুনঃ তাহাকে আঘাত করিলেন; যতই তাহার শোণিত ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, ক্রমে ততই তাহার সমবলী অসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। তখন বৈষ্ণবী চক্র দ্বারা তাহাদের শিরশ্ছেদন করিলে সেই রক্তও মেদিনী স্পর্শ হইবামাত্র তাহাতে অসংখ্য রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়া গদাহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐন্দ্রীও তখন গদাঘাত করিলেন; পরে কৌমারী শক্তি, বারাহীচক্র ও মাহেশ্বরী ত্রিশূল প্রহার করিলেন। এইরূপে পৃথক পৃথক অস্ত্রদ্বারা রক্তোত্থিত সেই দুর্ব্বার দৈত্যকে পুনঃপুনঃ ছেদন করিলেও তাহার শোণিত পৃথ্বী স্পর্শমাত্রেই পুনর্ব্বার তদ্বৎ দৈত্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে অসংখ্য দৈত্য উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ করিল; দেবতারা তাহা অবলোকন করিয়া ভয়ব্যাকুল চিত্তে কম্পিত হইতে লাগিলেন। এদিকে দেবী চণ্ডিকা সেই দেববৃন্দকে ভয়ভীত ও বিষণ্ণ হইতে দেখিয়া চামুণ্ডাকালিকাকে কহিলেন, দেবি! এই দুষ্ট রক্তবীজের শোণিত যত পরিমাণে ভূমিতে নিপতিত হইবে, দেখিতেছি তত অধিক পরিমাণেই রক্তবীজ সমুৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করিবে, কিছুতেই ধ্বংস হইবে না। অতএব আমি সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত করিয়া

যাবৎ ছেদন করিব, তাবৎ তুমি মেদিনীদিকে অবনত মস্তকে মুখব্যাদান করিয়া উহার শোণিত পান করিতে থাক; তাহা হইলে আর উহার শোণিত ভূমিসংলগ্ন হইতে পারিবে না; সুতরাং ক্ষীণরক্ত হইয়া ত্বরায় লয় প্রাপ্ত হইবে।

এই কথা শ্রবণানন্তর কালিকা তদ্রূপে স্বীয় করাল ও অতি বিস্তার বদন বাদ্যান করিলেন; দেবী চণ্ডিকা নিজ শূল ও বজ্র দ্বারা একে একে দৈত্যগণকে ভীষণ প্রহারে ধরাশায়ী করিলে, সঙ্গে সঙ্গে চামুণ্ডা তাহাদের তাবৎ শোণিত পাণ করিতে লাগিলেন। রক্তবীজ দেবীর শরীরে ভয়ঙ্কর এক গদা প্রহার করিল, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছু-মাত্র ব্যথিত না হইয়া, ক্ষণকাল ঘোরতর যুদ্ধ করত, রক্ত-বীজের শোণিতোত্থিত সমস্ত দৈত্যই নিধন করিলেন। রক্তবীজ এইরূপে পঞ্চত্ব পাইলে ত্রিদশবাসী অমরগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

রক্তবীজ বধনামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

-০০-

নবম অধ্যায়।

এই সকল বিচিত্র আখ্যান শ্রবণ করত মহারাজ সুরথ পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! আপনি রক্তবীজের যে অত্যদ্ভূত যুদ্ধ বর্ণন করিলেন তাহা অতি সুললিত; এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই দেবী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-দ্বারা আমার কর্ণকুহরকে অমৃতাভিষিক্ত করুন। আর রক্তবীজ বিনাশ হইলে মহাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ কুপিত হইয়া কি প্রকারে সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, আপনি কৃপা করিয়া তাহাও সবিস্তরে বর্ণন করত আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।

অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ মেধস রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরনাথ! দেবী চণ্ডিকা রক্তবীজ নিধন করিয়া তাহার সমুদায় সৈন্য বিনষ্ট করিলে, শুম্ভ নিশুম্ভ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। নিশুম্ভ ক্রোধভরে সন্দষ্টৌষ্ঠপুটা হইয়া, আলীঢ়ভাবে স্থিতি করত, মেঘ যেরূপ অসংখ্য বৃষ্টি-ধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপে দেবীহনন মানসে শরজাল বিস্তার করিলে, চণ্ডিকা তাহা স্বকীয় বাণদ্বারা ছেদন করিয়া তাহা হইতেই পুনর্ব্বার দৈত্যগণকে তাড়না করিলেন। এদিকে বাণ ব্যর্থ হইতে দেখিয়া দৈত্যরাজানুজ নিশুম্ভ অতি চাক্‌চিক্যময় প্রভাশালী খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিংহ-মস্তক লক্ষ্য করত আঘাতে উদ্যত হইলে, দেবী তাঁহার ক্ষুর

ঘাতে সেই খড়্গ ছেদন এবং চক্র দ্বারা তাহার চর্ম্মও দ্বিধা করিলেন। খড়্গ চর্ম্ম নষ্ট হইল দেখিয়া সে অধিকতর কোপে পুনর্ব্বার শক্তি নিক্ষেপ করিল; দেবী তাহাও তাঁহার শাণিত চক্রে ছেদন করিলেন। দুষ্ট দানব তখন এক শূল লইয়া তাঁহাকে প্রহারে উদ্যত হইলে, তিনি এক মুষ্টা-ঘাতেই তাহা চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দৈত্য পুনশ্চ গদা লইয়া ধাবিত হইলে, দেবী তাহাও স্বকীয় ত্রিশূল-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ভিন্ন করিলেন। গদা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া অসুর এক পরশু নিক্ষেপ করিল; ভগবতী বাণদ্বারা তাহাও ভূতলশায়ী করত পুনর্ব্বার সেই বাণে নিশুম্ভকে বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে সেই প্রচণ্ড দৈত্য মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইল।

অনুজের এবম্প্রকার দুরবস্থা দর্শন করিয়া শুম্ভরাজ কোপজ্জ্বলিত হইয়া অম্বিকানিধন বাসনায় অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চ রথে বহুবিধ অস্ত্র লইয়া অষ্টভুজ বিস্তার করত যুদ্ধে উপ-স্থিত হইল। দেবী তাহাকে আগন্তু দেখিয়া ধনুষ্টঙ্কার ও জ্যা শব্দ করিলে সিংহ গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং মঙ্গলার্থ দেবী পুনর্ব্বার নিজ করস্থিত ঘণ্টা শব্দ করিলে সেই সমস্ত শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। তখন কালিকা সেই সকল শব্দ অতিক্রম করিয়া অধিকতর চীৎকার করত দিক্‌সমস্ত নিনাদময় করিলেন। শিবদূতী অট্ট অট্ট হাস্য-শব্দে নভোমণ্ডল যেন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। দৈত্যেরা সেই অতি ভীষণ শব্দে ভীত হইয়া স্তম্ভিত হইল

এবং দৈত্যেন্দ্র শুম্ভ কোপকম্পান্বিতকলেবরে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল। তৎকালে দেবী ক্রোধারক্ত লোচনে তাহাকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আকাশে দেবতারা দেবীর জয় কামনা করিলেন। শুম্ভ এক ভীষণ প্রজ্জ্বলিতবহ্নিসদৃশ শক্তি নিক্ষেপ করিলে দেবী এক ভীষণ সিংহনাদে তাহা ধ্বংস করিলেন। এই-রূপে দেবী শতসহস্র অস্ত্র বর্ষণ করিলে শুম্ভ তাহা নাশ করিল, এবং শুম্ভ শত সহস্র বর্ষণ করিলে দেবীও তাহা চ্ছেদ করিলেন। এইপ্রকারে ক্ষণকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইলে, চণ্ডিকা ক্রোধে অধীরা হইয়া এক শূলাঘাতে দৈত্যরাজকে মূর্চ্ছিত ও ভূমে নিপাতিত করিলেন।

এদিকে নিশুম্ভ চেতন প্রাপ্ত হইয়া কার্ম্মুক গ্রহণ করত সবাহন কালিকার প্রতি ধাবিত হইল এবং সে রাক্ষসীমায়াতে অযুত হস্ত ধারণ করিয়া চক্র গ্রহণ করত সসৈন্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর দুর্গমতারিণী ভগবতী দুর্গা অতি ক্রুদ্ধা হইয়া তীক্ষ্ণ তীর ও অন্যান্য অস্ত্রাদি বর্ষণ দ্বারা সে সমস্তই নাশ করিলেন। সে আরবার গদা লইয়া তাঁহাকে তাড়না করিলে তিনি তাহাও তাঁহার শিতধার খড়্গে ছেদন পূর্ব্বক পুনঃ এক শূল লইয়া তাহার বক্ষঃস্থল দ্বিধা করিলেন। দৈত্য-বক্ষ দ্বি-খণ্ড হইলেও তাহা হইতে মায়াময় এক বীরপুরুষ উৎপন্ন হইয়া দেবীর প্রতি তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। সেই অবকাশে ভগবতী ভদ্রকালী এক

খড়্গ লইয়া তাহার মুণ্ড বিচ্ছেদ করত বিনাশ করিলেন; এবং তাহার সৈন্য সকল কতক সিংহ, কতক চামুণ্ডা কালিকা ও অপর কিয়দংশ শিবদূতী কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইল। তখন সৈন্য সকল কেহ বা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া জীবন-রক্ষা করিতে উদ্যত হইল, আর কেহ কেহ বা কৌমারীর শক্তিতে, কেহ ব্রহ্মাণীর কমণ্ডলু পরিপূর্ণ অক্ষয়মন্ত্র-পূত বারিতে, কেহ বা মাহেশ্বরীর ভীষণ ত্রিশূলে, কেহ বা বারাহীর তুণ্ড ও দন্তাঘাতে, কেহ বা বৈষ্ণবীর চক্রে, আর কেহ কেহ বা ইন্দ্রাণীর হস্তমুক্ত কুলিশে প্রাণ পরি-ত্যাগ করিল। হতাবশিষ্ট সৈন্য সমুদায়, শিবদূতী ও কালিকা উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

নিশুম্ভ বধ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

হে নরপতে! দৈত্যেন্দ্র শুম্ভ চেতনপ্রাপ্তমাত্রে অনুজ নিশুম্ভকে সবলে রণশায়ী হইতে দেখিয়া কোপকম্পিত-কলেবরে দেবীর প্রতি দুর্ব্বিনীতভাবে কহিতে লাগিল। দুর্গে! তোমার বলাবল আমি সমস্তই অবগত হইয়াছি, তুমি আর বৃথা বলগর্ব্ব করিও না। পরকীয় সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া বৃথা কেন অহঙ্কার করিতেছ? যদি তুমি

একাকিনী আমার সহিত সংগ্রামে পারগ হও, তবে আইস আমি সম্মুখ-সংগ্রামে তোমাকে পরাস্ত ও বিনাশ করি। হে নৃপসত্তম্! এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। রে মূঢ়! আমি ত একাকিনীই তোর সহিত যুদ্ধ করিতেছি, আমার সহায়-তায় এখানে দ্বিতীয় আর কে আছে? তবে সম্মুখে এই যে সেনানী সকল দেখিতেছিস্ ইহারা আমারই শক্তি, আমা-রই দেহ হইতে উৎপন্না। এই দেখ্ এখনই ইহারা আমাতে বিলীন হইবে। রাজন্! দেবী এই কথা কহিবা-মাত্রেই ব্রহ্মাণী ও কৌমারী প্রভৃতি তদুত্থিতা সেনানী সকল তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি দৈত্যবরের প্রতি চাহিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। রে দুর্ব্বৃত্ত দানব! যে সকল সেনানী এখানে উপস্থিত ছিল, এই দেখ্ এখন আর তাহারা কেহই নাই, সকলেই আমাতে প্রবেশ করিয়াছে, আমি এখন একাকিনীই তোর সম্মুখে উপস্থিত আছি; আয় এইবার যুদ্ধে বলাবল অবগত হওয়া যাউক।

এইরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। দেবতারা অন্তরীক্ষ হইতে সেই নিদারুণ অসুরকে দেখিতে লাগিলেন। সেই দুষ্ট শরাদি লইয়া দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয়ে সেই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। অসুর তীক্ষ্ণ শায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিলে ভগবতী অবহেলে তাহার সমস্ত বাণচ্ছেদ করি-

লেন। সে পুনর্ব্বার বাণবৃষ্টি করিয়া অম্বিকার বদনাচ্ছাদন করিলে তিনিও অতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাহার বাণ ও করন্যস্ত ধনুচ্ছেদ করিলেন। ধনুছিন্ন হইতে দেখিয়া দুরাত্মা তাঁহার প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল; দেবী তাহাও তাঁহার শাণিত চক্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দৈত্যাধিপ তখন শতচন্দ্রভানুবৎ এক উজ্জ্বল খড়্গ গ্রহণ করিয়া তদ্বধে ধাবিত হইলে, দেবী স্বকীয় বাণদ্বারা তাহার অসিচর্ম্ম নষ্ট করিলেন এবং ক্রমে তাহার অশ্ব রথ ও সারথি বিনষ্ট করতঃ দর্প চূর্ণ করিলেন। শুম্ভ, রথ বিহনে বিরথী হইয়া অত্যধিক কোপে আরক্তিম-নয়নে ভীষণ এক মুদ্গর লইয়া দ্রুতপাদসঞ্চালনে তৎপ্রতি ধাবিত হইলে, দেবী স্বকীয় শরদ্বারা তাহাও ব্যর্থ করিলেন। দুষ্ট তখন আপনাকে নিরস্ত্র ও বিরথী দেখিয়া দারুণ ক্রোধে যেমন দেবীর বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত করিল অমনি তিনিও এক চপেটাঘাতে তাহাকে ভূমে নিপাত করিলেন। তখন সে সহসা নিরাধারে গগণমার্গে উত্থান করত ঘোরতর যুদ্ধ করিল। হে রাজন্! এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকনে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। দেবী ও দৈত্য পরস্পরে মল্লযুদ্ধ হইতে লাগিল, এবং সুযোগ মাত্রেই দেবী সেই দুর্ব্বার অসুরকে শূন্যে ঘূর্ণায়মান করিয়া সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। দুরাত্মা তথাপিও পঞ্চত্ব না পাইয়া উত্থান করত চণ্ডিকা নিধনেচ্ছায় পঞ্চশীর্ষমুষ্টি-সঙ্কুচিত করতঃ প্রহারে উদ্যত হইলে, দেবী প্রচণ্ড শূলা-

ঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন। দুষ্ট শূলাঘাতে ক্ষতবক্ষঃ হইয়া ধরা পতিত হইলে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী তাহার দেহভারে পরিচালিত হইয়া উঠিল।

হে নরপতে! অনন্তর দুরাত্মা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে এই বিশাল বিশ্বসংসার প্রসন্নভাবে স্থিতি করিতে লাগিল, সমস্ত উৎপাত বিনষ্ট হইল, আকাশ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইল, জগতে আর কোন আপদই রহিল না। তখন বহ্নি দীপ্তিমান ও দিবাকর দিব্য প্রভাবশালী হইলেন। এবং সকলেই তখন আনন্দ মনে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। গন্ধর্ব্বেরা গীতবাদ্য ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং দেবতারা পুলকে পূর্ণিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

শুম্ভ বধ নাম দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

-oo-

একাদশ অধ্যায়।



ভগবতী কৌষিকী সমরে শুম্ভনিশুম্ভাদি দৈত্যগণকে নিধন করিলে ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ হর্ষোৎফুল্ল বিকসিত বক্ত্রে তাঁহার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। হে দেবি চরাচরেশ্বরি! হে বিশ্বরচয়িত্রি! তুমি আর্ত্তজন দুঃখ মোচয়িত্রী, আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হও। তুমি জগৎরূপা ও একাকিনী সমস্ত বস্তুরই আধারভুতা তুমি

জল স্বরূপে অবস্থিত হইয়া এই সমুদায় বিশ্ব আপ্যায়িত করিতেছ ;—কে তোমার অলংঘ্য শক্তি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় ? তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী ও বিশ্বের বীজরূপা এবং পরম অবিদ্যা। তুমি প্রসন্না হইলে মুক্তির হেতু এবং তদ্বিপরীতা হইলে মোহ দ্বারা সমস্ত বন্ধনেরই কারণ-ভূতা হও। বেদ চতুষ্টয়, ধর্ম্মন্যায়াদি চতুর্দ্দশ শাস্ত্র এবং ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যা সকল তোমা হইতে অভেদ আর অবিদ্যা যে স্ত্রী তাহাও তুমি। তুমি সর্ব্ব-ভুতের স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী, আমরা আর তোমাকে কি স্তব করিব ? তুমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে স্থিতি কর এবং তৎপ্রভাবে তুমি তাহাদিগকে স্বর্গ দান করিয়া থাক, অতএব হে নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার। তুমি কলা-কাষ্ঠাদিরূপে জীবের পরিণাম প্রদান করিয়া থাক, এবং এইরূপে বিশ্বের উৎপত্তি ও নাশ কর, হে নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার। তুমি সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল ও শরণা-গতের কল্যাণকর্ত্রী, তুমি প্রতি হৃদয়ে মঙ্গলরূপে সকলের শুভ কামনা পূর্ণ করিয়া ভদ্র বিধান কর, অতএব হে ত্রিনেত্রে গৌরীবরণে নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার। তুমি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়রূপা সনাতনী, তুমি সর্ব্বভুতে শক্তিরূপে অব-স্থিতি কর, তুমি গুণাশ্রয়িনী, গুণময়ী, নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি মন্ত্রপূত বারিযুক্ত কমণ্ডলুধারিণী হংস-যুক্ত বিমানারোহিনী ব্রহ্মরূপ ধারিণী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিশূলচন্দ্রার্দ্ধ ধারিণী মহাবৃষভ বাহিনী

মাহেশ্বরীরূপিণী, নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি ময়ূরবর-বাহিনী মহাশক্তিধারিণী কৌমারীরূপিনী, নারায়ণি তোমাকে নমস্কার। তুমি গরুড়ারোহিনী শঙ্খচক্র গদা শার্ঙ্গাদি ভীষণ আয়ুধধারিণী বৈষ্ণবীরূপিনী নারায়ণি তোমাকে নমস্কার। তুমি ভীষণ দংষ্ট্রাযুক্তা মহোগ্র চক্রধারিণী মঙ্গলপ্রদা বারাহীরূপিণী নারায়ণি,তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রৈলোক্য পরিত্রাণার্থ উগ্রমূর্ত্তিধারিণী নারসিংহীরূপিণী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি মহৈরাবৎ গজারোহিণী কিরীট শোভিতা বজ্রহস্তা সহস্র নয়না ঐন্দ্রাণীরূপা নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূরি অসুরক্ষয় কারিণী ঘোররূপা, মহাবীর্য্যা শিবদূতীরূপিণী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভীষণ দন্তযুক্তা করালবদনা নৃমুণ্ডমালিনী অতি ভয়ঙ্করা চামুণ্ডা রূপিণী নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি লজ্জা, তুমি মহাবিদ্যা, তুমি শ্রদ্ধা, তুমি পুষ্টি, তুমি স্বধা ও ধ্রুব; তুমি মহারাত্রি, মহামায়া নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি মেধা, তুমি স্বর ও তুমি মহাতামসী রাত্রি; তুমি সততই কৃপা ও প্রসাদ বিতরণ কর, হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশ্বরি দুর্গে! তুমি সমস্ত বস্তু ও শক্তিরূপে স্থিতি কর, অতএব আমাদিগকে সকল প্রকার বিভীষিকা হইতে রক্ষা কর। লোচনত্রয় বিভূষিত তোমার সৌম্য বদন দ্বারা, তাবৎ ভূত প্রেত ও পিশাচী হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। হে কাত্যায়নি! আমরা তোমাকে নমস্কার করি। যে ত্রিশূল দ্বারা অতি

ভীষণ অসুরগণকে করালরূপে নিধন করিলে, হে ভদ্রকালি! সেই শূল দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তোমার করশোভিত ঘণ্টা, যাহার ভীষণ শব্দে জগৎপূর্ণ করত দৈত্যগণকে হীনবীর্য্য করিয়াছিলে; সেই ঘণ্টা আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় পাপ হইতে পরিত্রাণ করুক্, যে খড়্গ অসুরদেহ ছেদন করিয়া সেই রক্ত মজ্জা-রূপ পঙ্কে পঙ্কিল হইয়া তোমার কোমল করে অতি উজ্জ্বল রূপে শোভিত হইয়াছে তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমার চরণে নমস্কার করি।

দেবি! যে বিপন্ন ব্যক্তি তোমাকে আশ্রয় করে, সে তোমার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া বিপদ্ শূন্য হয়। তাহার সকল কামনা ও প্রিয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় আর তাহার রোগাদি ক্লেশ কিছুই থাকে না। তুমি যে তোমার এক-মাত্র অম্বিকা দেহ হইতে ধর্ম্মবিদ্বেষী অসুর বিনাশ জন্য ব্রহ্মাণী কালিকাদি বহু প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করি-য়াছিলে, এমন আর কে করিতে পারে? তোমার ন্যায় বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, বাক্যেতে, বিবেক দীপ ও সর্ব্ব শাস্ত্রেতে কে আর এমন পারদর্শী? তুমি ঘোর অন্ধকার রূপ মমতা-গর্ত্তে থাকিয়া তৎপতিত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। তুমি বিষ-ধারী নাগাদি হিংস্র জন্তু হইতে সকলকে রক্ষা কর। তুমি দস্যুবল হইতে লোক পরিত্রাণ কর। তুমি বনস্থ দাবানল ও সাগরস্থ বাড়বানল হইতে সকলকে রক্ষা করতঃ এই বিশাল বিশ্বসংসার পালন করিয়া থাক। হে বিশ্বে-

শ্বরি! তুমি বিশ্বাত্মিকা, তুমি এই বিশ্ব পালয়িত্রী। তুমিই ইহাকে ধারণ করিতেছ। তুমি বিশ্বাশ্রয়া ও বিশ্ব-বন্দ্যা, আমরা তোমাকে ভক্তি নম্র হৃদয়ে প্রণিপাত করি। হে দেবি! তুমি এইমাত্র ত্রিদিববাসী দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ অসুর সকলকে ক্ষণকাল মধ্যে বিনাশ করিলে, তদ্রূপ এই জগতের সমস্ত পাপ ও মহোপসর্গাদি উৎপাত সকল বিনষ্ট ও বিদূরিত কর। তুমি ত্রৈলোক্যবাসী জীবগণের বরদাতৃ। হে দেবী বিশ্বার্ত্তি হারিণি! আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

রাজন্! সুরগণ এইরূপে তাঁহার বন্দনা করিলে তিনি তথায় আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে স্বাহাপরিতৃপ্তি সুরগণ! তোমাদের উপকার ও জগতের কল্যানকর বর প্রার্থনা কর, আমি এখনই হৃষ্ট-চিত্তে তাহা প্রদান করিতেছি। তখন দেবতারা এই কথা শ্রবণ করত হর্ষোৎফুল্ল লোচনে গদ-গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে মাতত্রৈলোক্য অখিলে-শ্বরি! যদি প্রসন্না হইয়া থাক, তবে জগতের সর্ব্ব বাধা ও আমাদের সমস্ত শত্রু বিনাশ কর; এইমাত্র প্রার্থনা করি। দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবতী কহিতে লাগিলেন। হে দেবগণ! বৈবস্বত হইতে অষ্টবিংশতি যুগান্তে আমি মথুরানগরে নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভ-জাতা হইয়া পুনর্জাত শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য দ্বয়কে নিপাত করত বিন্ধ্যবাসিনী বলিয়া বিখ্যাতা হইব। পুনর্ব্বার

অতি রৌদ্ররূপে জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়া বৈপচিত্ত নামা দানব ভক্ষণ করিলে দশনপঙক্তি দাড়িম্বকুসুমসদৃশ রক্ত-বর্ণে রঞ্জিত হইবে, তাহাতে দেব মানব কর্ত্তৃক রক্তদন্তা নামে বাচ্যা হইব। আরবার শত বৎসর ভূতলে অনা-বৃষ্টি হইয়া জগৎ সলিল শূন্য হইলে মুনিরা কায়মনো-বাক্যে আমার স্তব স্তুতি করিবেন, তখন আমি অযোনি-সম্ভবা হইয়া সহস্রনয়নে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে লোক কর্ত্তৃক সহস্রাক্ষী নামে কথিতা হইব। এবং সেই অনাবৃষ্টি কালে আত্মদেহ হইতে প্রাণধারণোপ-যোগী শাকাদি উদ্ভিজ্জ প্রসব করিয়া জীবগণের প্রাণ রক্ষা করিলে, শাকম্ভরী নামে বিদিতা হইব; আর দুর্গমাসুর নাশ দ্বারা ত্রৈলোক্যে দুর্গা নামে পূজিতা হইব। পুনশ্চ হিমালয়ে অতি ভীমরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষস নিধন করিলে, মুনিগণ কর্ত্তৃক ভীমা নামে পরিকীর্ত্তিতা হইব; এবং ভ্রমররূপে ত্রৈলোক্য-উৎপাৎকারী অরুণাখ্য দানবকে বধ করিলে, লোকমধ্যে ভ্রামরী নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিতা হইব। এইরূপে যে যে কালে দানবগণ দৌরাত্ম্য করিয়া জগতের মহান্ অনর্থকারী হইবে, আমিও লোকভঙ্গ-নিবারণার্থে তত্তৎকালে নানা প্রকার মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া জগৎ উপদ্রবশূন্য করিব।

নারায়ণী স্তুতিনামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——০০——

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে নরোত্তম! দেবী এইরূপে সেই দেবতাদিগকে স্বকীয় উৎপত্তিবিষয়ক সমস্ত অবগত করিয়া পরে নিজ মাহাত্ম্যবিষয় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, এক্ষণে তাহা অনন্য মনে শ্রবণ কর।

ভগবতী কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! কোন ব্যক্তি যদি শান্তসমাহিতচিত্তে প্রতিদিন আমার উপাসনা করে, এবং প্রতি অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মধুকৈটভ নাশ, মহিষাসুরনিধন ও শুম্ভনিশুম্ভাদি-দৈত্য-বধবিষয়ক মাহাত্ম্য, কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, তাহা হইলে নিঃশংসয়ই তাহার সমস্ত বাধা বিদূরিত হয়; আর তাহার দুষ্কৃতি বা আপদ্ কখনই থাকে না। অথবা তাহাকে দারিদ্রদুঃখে নিপাতিত ও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখে অবসন্ন হইতে হয় না। অগ্নিতে, জলেতে, শত্রুতে অথবা যুদ্ধকালীন অস্ত্রেতে তাহার আর কোনপ্রকার বিভীষিকা থাকে না; এবং রাজা বা দস্যু কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি উৎপীড়িত হয় না। যে ব্যক্তি সরলান্তঃকরণে আমার মাহাত্ম্য পাঠ ও ভক্তিনম্রহৃদয়ে তাহা শ্রবণ করে, তাহার স্বস্ত্যয়নফল লাভ হয়। মহামারী প্রভৃতি অশেষ উপসর্গ এবং ভৌম্য, দিব্য ও আন্তরীক্ষ্য এই ত্রিবিধ উৎপাত সময়ে তাহার কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। লোকে যে প্রতিষ্ঠিত

মন্দিরে বা অপর কোন স্থলে আমার মাহাত্ম্য বিষয় কীর্ত্তন, শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে, সেই স্থানসকল আমি কদাচ পরিত্যাগ করি না। যদি মনুষ্য আমার উদ্দেশে ছাগ-মহিষাদি বলি করিয়া পশ্চাৎ তাহাই উপহারস্বরূপ প্রদান করে, অথবা আহৃত সমিৎকুশাদি প্রজ্জ্বলিত করত সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা আমার উদ্দেশে হোম করে, কিম্বা সদ্যোজাতপুত্রের জাতকর্ম্মানুষ্ঠান ও তৎপরে বিবাহাদি মহোৎসবকালে আমার মাহাত্ম্য পাঠ, কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার ঐহিক ও পারত্রিক কুশল লাভ হয়। যেব্যক্তি জানত বা অজানত বহ্নিহোম ও বলি-পূজাদির অনুষ্ঠান করে, আমি তাহা হইতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হই। যে মনুষ্য শরৎকালীন মহাপূজার সময় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আমার মাহাত্ম্য গ্রহণ করে, সে আমার প্রসাদে সমস্ত উৎপাত ও অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়; এবং তাহার পুত্র ও ধনধান্য প্রভৃতি সম্পত্তি সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাতে আর সংশয়ই নাই।

আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করে, এবং তাহাতে শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মাহাত্ম্য শ্রবণে, পুরুষ রণে পরাক্রমী হয়, ও তথায় নির্ভীকহৃদয়ে বীরের ন্যায় অবস্থিতি করে; তাহার রিপু-সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার নিত্য কল্যাণ ও অতুল আনন্দবর্দ্ধন হয়। উপসর্গাদি নিবর্ত্তকজন্য শান্তি কর্ম্মে, অথবা দুঃস্বপ্ন দর্শনে, গ্রহপীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার

জন্য, যদি কেহ আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ, পঠন অথবা কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহার দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হয়; দারুণ গ্রহ-পীড়াতে তাহাকে আর পীড়িত হইতে হয় না; তাহার সকল কামনাই পরিপূর্ণ হয়। যদি গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ শিশু-গণের সাংঘাতিক কষ্ট সমুপস্থিত হয়, তবে সেই উৎ-কট কষ্ট অপনয়নার্থ শান্তিকর্ম্মকালে আমার মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিলে তাহাদিগের ভদ্র বিধান হয়, যে-হেতু আমার মাহাত্ম্য প্রভাবে গ্রহগণ তখন মিত্রের ন্যায় শুভ ফলদাতা হয়েন। যে ব্যক্তি আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, ভূত, প্রেত, রক্ষ ও পিশাচাদি অশেষ দুর্ব্বৃত্ত হইতে তাহার আর কোন সংশয় থাকে না, যেহেতু আমার মাহাত্ম্যবলে উহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সম্বৎসরকাল অনাহারে অতি কষ্টে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, চন্দন, বলিদান ও অপরাপর বিবিধ উৎকৃষ্ট উপচারে পূজা; চর্ব্ব-চোষ্য ও লেহ্য পেয়াদি দ্বারা পরিতৃপ্তরূপে ব্রাহ্মণ ভোজন; এবং বস্ত্র, অলঙ্কার ও কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা দান দ্বারা আমার যে পরিমাণে প্রীতি না জন্মে, সুচরিত্র হইয়া একবার অনন্যমনে আমার মাহাত্ম্য পাঠ, শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে আমার ততোধিক প্রীতি জন্মিয়া থাকে; এবং ইহা শ্রবণ-মাত্রে সর্ব্ব পাপ ও পীড়া বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আমার উৎ-পত্তি শ্রবণ করে, সে আমা কর্ত্তৃক সমস্ত ভূত হইতে পরি-রক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি আমার দুষ্টদানব-বধাদি যুদ্ধ বিষয় পাঠ ও শ্রবণ করে, তাহার বৈরীকৃত ভয় অপসারিত হয়।

হে দেবগণ! তোমরা এইমাত্র যে সকল স্তব স্তোত্রে আমার আরাধনা করিলে, এবং ব্রহ্মর্ষিরা যে সকল স্তোত্রে আমার উপাসনা করেন, আর ব্রহ্মার শুভবুদ্ধিপ্রদায়িণী যে স্তব মালা ; সেই সকল দ্বারা আমি যাহা কর্ত্তৃক স্তুতা হই, তাহার আর সিংহ, ব্যাঘ্র, বনহস্তী প্রভৃতি হিংস্র জন্তু হইতে কোন শঙ্কা থাকে না। নিবিড় অটবীস্থ দাবাগ্নিতে এবং একাকী অসহায়ে দস্যু বা রিপু হস্তে নিপতিত হইলেও তাহার জীবনের কোন আশঙ্কা থাকে না ; সে ব্যক্তি রাজরোষে বধ্যাদিষ্ট হইলেও আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কোন না কোনরূপে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়। অথবা ভীষণ মহার্ণবে পোতস্থ থাকিলে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আঘূর্ণিত হইয়াও সে কুলপ্রাপ্ত ও নিরাপদ হয়। সংগ্রাম সময়ে অথবা অস্ত্রমুখে নিপতিত হইলেও সে রক্ষা পাইয়া জয়লাভ করে, এবং তাহার সমস্ত বাধা, বিপত্তি, ও ঘোর ব্যাধি বেদনা সকলই অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমার প্রভাব স্মরণমাত্রে মনুষ্যের তাবৎ সঙ্কট ও বৈরী দূরে পলায়ন করে।

হে মহীপতে! সেই প্রচণ্ডবিক্রমা ভগবতী চণ্ডিকা এই সকল বিষয় দেবতাসন্নিধানে প্রকাশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। দেবতারা পূর্ব্ব নিয়োজিত স্ব স্ব অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আতঙ্কশূন্য হওত নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনাপন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অকুতোভয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভগবতী মহামায়া শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিলে

কতিপয় হতাবশিষ্ট দনুজেরা অগত্যা পাতাল আশ্রয় করিল। হে মহীপাল! এইরূপে দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সনাতনীদেবী পুনঃ পুনঃ উৎপন্না হইয়া এই বিশাল বিশ্বসংসার পরিপালন করেন; তিনিই এই বিশ্বকে মুহ্যমান করেন; এবং তিনিই ইহাকে প্রসব করেন; তাঁহাকে যাচ্ঞা করিলে তিনি দিব্যজ্ঞান, এবং পূজাদ্বারা পরিতুষ্ট করিলে ঋদ্ধি প্রদান করেন। হে মনুজেশ্বর! সেই ভদ্রকালী এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্তা আছেন। তিনি সৃষ্টিকালে জন্মবিহীন স্বর্গশক্তিরূপা, স্থিতিকালে সর্ব্বভূতরক্ষার্থ অক্ষয়রূপা ও অন্তিমে মহামারী স্বরূপা হয়েন। সম্পদ-কালে তিনি পরিবর্দ্ধিত লক্ষ্মীরূপা ও বিপৎ কালে তাহার ইতর বিশেষ হয়েন। তাঁহাকে ধূপ দীপ ও পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে তিনি ধর্ম্মে মতি, এবং পুত্র প্রভৃতি চতুবর্গ ফল প্রদান করত ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল বিধান করেন।

ফলশ্রুতি নাম দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

-oo-

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে নৃপাল! এক্ষণে আমি আপনাকে সেই দেবী মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলাম; সেই তত্ত্বজ্ঞানপ্রদা দেবী, যিনি এই জগৎসংসার ধারণ করিতেছেন, তাঁহার প্রভাবও ব্যক্ত করিলাম। সেই দেবী মহামায়া অপনাদের উভয়কেই এখন বিবেকশূন্য করিয়া মোহিত করিয়াছেন। তিনিই সমস্ত লোকদিগকে কালত্রয়ে মহামোহে মুগ্ধ করিয়া থাকেন, অতএব আপনারা পুনঃবর্দ্ধিত হইবার জন্য সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করুন।

তদনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে মুনে ভাগুরে! মুনিপ্রবর মেধস হইতে এই সকল তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় পাপ-নাশক আনন্দবর্দ্ধনকর বিচিত্র আখ্যান শ্রবণ করত তদুপদেশা-নুবর্ত্তী হইয়া (রাজা ও বৈশ্য) কৃতাঞ্জলিপুটে ও গলবস্ত্রে তদীয় চরণ বন্দনান্তে অধিকারচ্যুত মমতায় নির্ব্বিণ্ণান্তঃকরণে তপস্যা দ্বারা সেই জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ দর্শন কামনায় তথাকার নদীতটে উপবেশন করত দেবী-মন্ত্র জপ করিতে লাগি-লেন; এবং এক মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করত কখন নিরা-হারী, কখন জলাহারী হইয়া অহর্নিশ ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা সেই মহামূর্ত্তি সন্নিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; এবং স্বীয় শরীর কর্ত্তন করিয়া বলি-স্বরূপে সেই শোণিত উপহার করিলেন। হে মুনে! এই-

রূপে সেই মহামায়ার উদ্দেশে তাঁহারা বৎসরত্রয় দুস্তর অসহ্যক্লেশ সহ্য করিয়া মনঃসংযম করত সেই জগদ্ধাত্রীর পূজা করিলে, তিনি পরিতুষ্টা হইয়া তথায় আবির্ভূতা হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ সুরথ! হে কুলনন্দন সমাধি বৈশ্য! আমি তোমাদিগের দুঃসহ তপস্যা ও পূজায় পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, অতএব এক্ষণে স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; আমি তৎপ্রদানে তোমাদিগকে চরিতার্থ করিব। তখন রাজা অতি ভক্তিভরে গলদশ্রু লোচনে কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ চণ্ডিকে! যদি আমার পূজায় সন্তুষ্টা হইয়া থাক, তবে আমাকে এই বর প্রদান কর, যেন আমি স্ববলে শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া আমার হৃতরাজ্য পুনরধিকার করিতে সমর্থ হই; আর জন্মান্তরেও যেন প্রবল অরাতিকর্তৃক অপরাজিত থাকিয়া একছত্রে ধরণী শাসন করিতে পারি।

তদন্তর বিষয়ভোগনিস্পৃহ বৈশ্য, গলবস্ত্র ও বদ্ধপরিকর হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে জগৎজননি নিস্তারিণি! যদি প্রসন্না হইয়া থাক, তবে আমাকে মুক্তিপ্রদায়ক দিব্য জ্ঞান প্রদান কর; এবং জন্মাবধি অনবধানতা বশতঃও যেন আমাকে ভ্রমপ্রমাদযুক্ত নীচবিষয়ী ও অহংজ্ঞানী ব্যক্তির (সহিত) সহবাসে লিপ্ত হইতে না হয়। তখন ভগবতী, বৈশ্যবাক্যে তথাস্তু বলিয়া অনুমোদন করত রাজার প্রতি কহিতে লাগিলেন, হে নররায়! তুমি

ল ধৈর্য্যাবলম্বন কর; আমার প্রসাদে স্বাধিকার আশু
হইবে; আর জন্মান্তরে তুমি সূর্য্যবংশে সাবর্ণমনু
মে বিখ্যাত রাজা হইয়া পরম সুখে অবস্থিতি করিবে;
তামার রাজ্য কখনই চ্যুত হইবে না।

ভগবতী সেই সমাধিনামক বৈশ্যকে ও ক্ষত্রপ্রধান সুর-
কে এইরূপে বরপ্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হই-
লেন। ভাগুরে! সেই সুরথ রাজাই ভগবতীর প্রসঙ্গে
কশ্যপবংশে সাবর্ণ নামে অষ্টম মনু বলিয়া জন্মগ্রহণ করি-
বেন।

সুরথবৈশ্যবরদান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে
গ্রন্থ সমাপ্ত।